ইসরাইলি বর্বরতা: ফিলিস্তিনি শিশুদের নগ্ন করে আটকে রেখেছে

সারে-জমিন

কিষাণমান্ডিতে ধান বিক্রিতে কাটমানি!

রূপসী বাংলা

এদের সন্ত্রাসবাদী বলবেন না বা ভগৎ সিং-ও বানাবেন না

সম্পাদকীয়

জাতি ভিত্তিক জনগণনার দাবিতে ইসলামপুরে মিছিল

সাধারণ

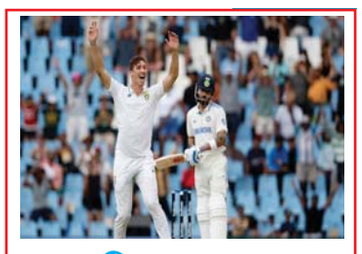

সেঞ্চুরিয়নে ভারতকে ইনিংসে হারাল দক্ষিণ আফ্রিকা

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
২৯ ডিসেম্বর, ২০২৩
১২ পৌষ ১৪৩০
১৫ জমাদিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 18 ■ Issue: 351 ■ Daily APONZONE ■ 29 December 2023 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

ভোটের আগে ইভিএম 'ঠিক' না হলে বিজেপি ৪০০-র বেশি আসন পাবে: স্যাম পিত্রোদা

আপনজন ডেস্ক: ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে কংগ্রেস নেতা স্যাম পিত্রোদা বৃহস্পতিবার বলেছেন, ইভিএম-এর সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্যাগুলি "সমাধান" না করা হলে বিজেপি ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ৪০০ টিরও বেশি আসন জিততে পারে। পিটিআই-ভিডিওকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, এই নির্বাচন হবে ভারতের ভাগ্য নির্ধারণের বিষয়। যদিও নির্বাচন কমিশন সবসময় ইভিএম নিয়ে শঙ্কা উড়িয়ে দিয়েছে এবং যে কোনও সন্দেহ দূর করার জন্য হ্যাকাথনের আয়োজন করেছে, কংগ্রেস সহ কিছু বিরোধী নেতা বারবার ইভিএমে কারচুপির বিষয়টি উত্থাপন করছেন।
সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে দলটি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে পরাজিত হওয়ার পরেও কংগ্রেসের অনেকেই জোর দিয়ে বলেছেন যে তারা এই মেশিনগুলিতে বিশ্বাস করেন। তবে কংগ্রেস এবং অন্যান্য বিরোধী দলগুলি ১০০ শতাংশ ভোটার ভেরিফায়েবল পেপার অডিট ট্রায়াল (ভিভিপ্যাট) এবং বাক্সে না পড়ে ভোটারদের স্লিপ দেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছে।
কংগ্রেস নেতা পিত্রোদা বলেন, অযোধ্যায় রাম মন্দির নিয়ে তাঁর সাম্প্রতিক মন্তব্যকে বিকৃত করা হয়েছে এবং জোর দিয়ে বলেছেন যে ধর্ম একটি ব্যক্তিগত বিষয় এবং এটি রাজনীতির সাথে মিশ্রিত করা উচিত নয়। খবরে তাকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে এটি তাকে বিরক্ত করে যে পুরো দেশ রাম মন্দিরের উপর ঝুলছে।
নির্বাচনের আগে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির আসন্ন মণিপুর থেকে মুম্বাই ভারত ন্যায় যাত্রা সম্পর্কে পিত্রোদা বলেন, "আগামী নির্বাচন ভারতের ভবিষ্যত নিয়ে, আমরা কী ধরনের জাতি গড়তে চাই'।

কাতারে ৮ নৌসেনার মৃত্যুদণ্ড রদ

আপনজন ডেস্ক: দোহায় ভারতীয় নৌবাহিনীর আট জন অবসরপ্রাপ্ত সেনার মৃত্যুদণ্ডকে কারাদণ্ডে রূপান্তরিত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দোহায় আপিল আদালতে শুনানির সময় এ ঘোষণা দেয়া হয়। কারাবাসের সময়কাল প্রতিটি ব্যক্তির জন্য পরিবর্তিত হয়। সূত্র জানিয়েছে, নৌবাহিনীর আট জন সদস্যকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। নাবিক রাগেশের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন তিন বছর। অন্য সাত জন নৌসেনা রক্ষীর মেয়াদ ১০ বছর থেকে ২৫ বছরের বেশি হতে পারে। মামলাটির ফের আদালতে শুনানি হবে। বৃহস্পতিবার ছিল আপিল আদালতে চতুর্থ শুনানি। এর আগে ২৩ নভেম্বর, ৩০ নভেম্বর ও ৭ ডিসেম্বর শুনানি হয়েছিল। আদালতের রায়ে কারাদণ্ডের বিভিন্ন মেয়াদের কারণ ব্যাখ্যা করেছে।

রাজ্যের সংখ্যালঘুদের প্রতি অভয় বাণী মুখ্যমন্ত্রীর

আমি পাহারাদার ছিলাম, আছি ও থাকব: মমতা

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: বৃহস্পতিবার উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গা ব্লকের চাকলায় তৃণমূল কংগ্রেসের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কোর কমিটির উদ্যোগে কর্মী সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বেলা ১২ টার কিছু পরে চাকলা লোকনাথ মন্দিরের পাশে হেলিপ্যাডে নেমে হেঁটে লোকনাথ মন্দির গিয়ে পুজো দিয়ে মন্দির চত্বরেই এক অনুষ্ঠান থেকে একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। এরপর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কর্মী সভায় যোগ দেন। এই কর্মীসভায় তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমি দুয়ারে সরকার করে অনেক কাজ করেছি গ্রাম সভায়,পঞ্চায়েত সমিতিতে এবং জেলা পরিষদে যারা আছেন তাদের বলবো কাজগুলো ত্বরান্বিত করুন। মন্ত্রী যারা আছেন তাঁদের বলব একটু জেলায় বেশি করে ঘুরুন। মানুষের কাছে ঘুরুন। দরকার হলে চায়ের দোকানে আড্ডা মারুন। আমি যখন ছোটবেলায় রাজনীতি করতাম আমি দেখেছি একটা হাসপাতালে পর্যন্ত আমরা ভর্তি করতে পারতাম না।আর আজকে স্বাস্থ্য সাথী থেকে শুরু করে লক্ষীর ভান্ডার, কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রী, সবুজ সাথীর সাইকেল, ১২ ক্লাসের স্মার্ট ফোন দেওয়া থেকে শুরু করে কোনটা হয়নি? সংখ্যালঘুদের জন্য ঐক্যশ্রী স্কলারশিপ, কোটি কোটি ছেলেমেয়েদের আমরা পড়াচ্ছি ৯৭ শতাংশ সংখ্যালঘু ভাইবোনেরা ওবিসির মধ্যে ঢুকে গিয়েছেন ১৭ শতাংশ রিজার্ভেশন এর মধ্যে। আমাদের এখানে সংখ্যালঘু ভাই-বোনেরা মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছেন। তপশিলি ভাই বোনেরা আজকে শিক্ষাশ্রী প্রকল্পের দ্বারা উন্নত হচ্ছেন। তারা তপশিলি বন্ধু পেনশন পাচ্ছেন। আদিবাসীরা জয় যোহর পেনশন পাচ্ছেন। আজকে যারা লক্ষীর ভান্ডারের টাকা পাচ্ছেন তাদের যখন ৬০ বছর বয়স হবে তখন অটোমেটিক্যালি যতদিন তিনি বেঁচে থাকবেন এই লক্ষীর ভান্ডার তাকে বার্ধক্য ভাত পেনশন দেবে অর্থাৎ নতুন করে। এদিন সংখ্যালঘুদের উদ্দেশ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ভোটটা বিজেপিকে বা সিপিএমকে কাউকে দেবেন না। এরা তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট কাটার জন্য আছে। একদল বসন্তের কোকিল এসেছে। তারা এলাকায় এলাকায় ঘুরছে ধর্মীয় সভা করার নামে তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট কাটার চেষ্টা করছে। সংখ্যালঘু বন্ধুরা সাবধান। মনে রাখবেন আপনাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত। আপনাদের আর্থিক নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা সবকিছুই আমরা করেছি। বাংলাকে তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে রাখতে হবে। আমরা যদি আসন কম পাই তাহলে বিজেপির অত্যাচার আরো বাড়বে। বিভিন্নভাবে অত্যাচার বাড়বে। আপনারা দেখেছেন সিএএ থেকে শুরু করে এনআরসি থেকে শুরু

করে কম করেনি ওরা। আমরা যতদিন আছি আপনাদের ওপর কেউ কোনও ক্ষতি করার চেষ্টা করলে আমি আপনাদের পাহারাদার ছিলাম, আছি এবং থাকব। আমি লক্ষ্য রাখবো। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার সব টাকা আমাদের বন্ধ করে দিয়েছে। ১০০ দিনের কাজ যারা করছে তাদের টাকা পর্যন্ত দেয়নি। ১০০ দিনের কাজ বাংলাকে ওরা দেয়নি। তা সত্ত্বেও আমরা প্রায় ৪৫ দিন রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টায় ১০০ দিনের কাজ করেছি নানারকম ভাবে। যাতে গরিব মানুষ ক্ষুধায় না মরে। নির্বাচন আসলে বিজেপি ঘোষণা করে আমি পাঁচ কেজি চাল দেব। আরে, আমি তো প্রথম থেকেই দিই। তিনি বলেন, আমি বিনা পয়সায় রেশন দেবো বলেছি দিয়েছি, স্বাস্থ্য সাথী কার্ড দেবো বলেছি দিয়েছি, লক্ষীর ভান্ডার করাবো বলেছি করেছি। আমরা বলেছিলাম স্মার্ট কার্ড দেব দিতে শুরু করেছি। নবম শ্রেণীতে উঠলে সাইকেল পায় সবুজ সাথী প্রকল্পে, দ্বাদশ শ্রেণীতে উঠলে স্মার্ট ফোন পাচ্ছে। জানুয়ারির মধ্যে সাইকেল দেওয়া কমপ্লিট হয়ে যাবে এ বছরের। স্মার্ট ফোন পেয়ে যাবে জানুয়ারির পর থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে। এ কাজগুলো আমাদের চলছে। সামাজিক প্রকল্প কেউ করেনা। আমরা করছি।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মতুয়ার ঠাকুর বাড়ির উন্নয়ন করেছি, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মতুয়া বাড়ির সৌন্দর্য আমরাই করে দিয়েছি। কেউতো করেনি। তাদের বড় বড় কথা। ইলেকশনের সময় মতুয়া ঠাকুরের বাড়ি ঘুরে বলবে ভোটটা আমাদের দাও। সারা বছর কি করেন? তিনি আরো বলেন, আপনারা সবাই নাগরিক এদেশের। নাগরিক যদি না হন তাহলে রেশন পাচ্ছেন কি করে? নাগরিক যদি না হন তাহলে আপনার স্বাস্থ্য সাথী পাচ্ছেন কি করে? প্যান কার্ড হচ্ছে কি করে? আধার কার্ড হচ্ছে কি করে? আগে সিটিজেনশিপ কার্ড ডি এম দের হাতে ছিল। এখন কেড়ে নিয়েছে রাজনীতি করার জন্য। সমাজে সমাজে ভাগ করার জন্য। বলছে একে দেব ওকে দেব না। এটাতো করা উচিত নয়। করলে সবার জন্য করো। '৭১ সাল পর্যন্ত ওপার থেকে যারা এসেছেন তারা যত কলোনিতে আছেন এবং পরেও যারা এসেছেন আমরা প্রত্যেকটা উদ্বাস্তু কলোনিতে পাট্টা দিচ্ছি তাদের নাম হচ্ছে চিরস্থায়ী ঠিকানা আমরা সকলকে পাট্টা দিচ্ছি। যাতে তাদের উদ্বাস্তু হয়ে আর থাকতে না হয়। তিনি বলেন, কেন্দ্র ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ করে দিয়েছে, বাংলার যোজনার টাকা বন্ধ করে দিয়েছে বাংলার গ্রামীণ রাস্তার টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা ক্ষমতায় আসার পর এক লক্ষ ১০ হাজার কিমি রোড তৈরি করে দিয়েছি। আগামী দিনে আরো ১১০০০ নতুন রাস্তা তৈরি করে দেব নিজেদের টাকা দিয়ে। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের এখান থেকে ট্যাক্স তুলে নিয়ে যায়। সেই টাকা থেকে আমাদের শেয়ারটা দিয়ে বলছে আমরা দিয়েছি।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সবাইকে দেখে বিজেপি বলছে চোর চোর। সব থেকে বড় চোর ওরা। ডাকাতদের সর্দার ওরা। চোরের মায়ের বড় গলা। বিজেপি করলেই ওয়াশিং মেশিন। আর তৃণমূল করলে জেলে ভরো। সব নেতাদের জেলে ভরো। কোন কেসের বিচার হয়নি। জেলে ভরে রেখে দিচ্ছে। কারণ যাতে ইলেকশনটা করতে না। পারে পার্টির কাজ করতে না পারে। বিজেপির কটা চোর গ্রেপ্তার হয়েছে? কটা খুনি গ্রেপ্তার হয়েছে? শুধু এজেন্সির গণতন্ত্র চলছে। এজেন্সিকে দিয়ে। নেতারা বলছেন গ্রেফতার করাও তা না হলে জেতা যাবেনা। ইন্ডিয়া জোট তিনি বলেন ইন্ডিয়া জোট সারা ভারতবর্ষে থাকবে। আর বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস লড়াই করবে। বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেসই বিজেপিকে শিক্ষা দিতে পারে। সারা ভারতবর্ষকে পথ দেখাতে পারে। বালুকে এরেস্ট করে অনেক কাজ করেছ। এরেস্ট করেছ কিসের জন্য? যাতে পার্টির কাজ করতে না পারে। যাতে ইলেকশন করতে না পারে। সেই সুযোগে সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি একসাথে বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। রোজ মিছিল করছে রাস্তায়। আর সবাইকে বলছে চোর চোর। তিনি বলেন, আপনারা দেখেছেন সংখ্যালঘুদের ওপর, খ্রিস্টানদের ওপর দলিতদের ওপর, তপশিলিদের ওপর, আদিবাসীদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে সারা ভারতবর্ষে। কি অত্যাচার চালাচ্ছে। এই অত্যাচার বন্ধ করতে হবে। এই অত্যাচার বন্ধ করবার ডাক দিয়ে যাই।কেউ যদি ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে তাদের বলব বিজেপির টাকা নিয়ে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করতে যাবেন না। মনে রাখবেন ক্ষমতায় কিন্তু আমরাই থাকবো। আমরা লক্ষ্য রাখবো। আপনাদের মতো এজেন্সি লেলিয়ে দিয়ে আমরা কাজ করি না। আমরা মনে রাখি লক্ষ্য রাখি। দলীয় শৃংখলার ব্যাপারে তৃণমূল সুপ্রিম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কিছু কিছু এলাকায় আমি শুনতে পাচ্ছি নিজেরা কেউকেটা হয়ে গেছেন। নিজেদের জন্য তারা পার্টির মুখটা মনে রাখছেন না। আমাকে এত খাটতে হচ্ছে এটা মনে রাখছেন না।তিনি বলেন, আপনাদের এখানে অনেক নেতা আছেন, অনেক মন্ত্রী আছেন। আমি একটি কোর গ্রুপ তৈরি করে দিয়ে যাব। এমপিদের এই কোর গ্রুপে রাখছি না। কারণ সামনে তাদের ইলেকশন আছে। তৃণমূল কংগ্রেসের জয়কে সুনিশ্চিত করার জন্য নির্মল ঘোষ কে চেয়ারম্যান করে ব্রাত্য বসু, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, রথীন ঘোষ, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, সুজিত বসু, তাপস রায়, নারায়ণ গোস্বামী, বীণা মন্ডল, নুরুল ইসলাম, বিশ্বজিৎ দাস, গোপাল শেঠ, মমতা বালা ঠাকুর, সুরজিৎ বিশ্বাস, সুকুমার মাহাতো, রফিকুল ইসলাম মন্ডল, তাপস দাশগুপ্ত, রফিকার রহমান, এটিএম আব্দুল্লাহ, গোবিন্দ দাস এদেরকে নিয়ে এই কোর কমিটির তৈরি হবে। অন্যান্য সাংসদরা এবং বিধায়কদের এই কোর কমিটিতে আমন্ত্রণ জানানো হবে। প্রতি দশদিন কমিটিকে রিপোর্ট পেশ করতে হবে। তিন চার জনকে যুগ্ম আহ্বায়ক করেন যারা দলীয় নেত্রীকে রিপোর্ট দেবেন। নির্মল ঘোষ যেমন চেয়ারম্যান আছেন তেমনি দমদম বসিরহাটের জন্য সুজিত বসু ব্যারাকপুরের জন্য পার্থ ভৌমিক হাবড়ার জন্য নারায়ণ গোস্বামী। তিনি বলেন, সিনিয়র লিডারদের যোগ্য মর্যাদা দিতে হবে। এটা আমি বারবার বলছি। পুরনো চাল ভাতে বাড়ে আর নতুন চাল আগে বাড়ে। দুটো চালকেই আমার দরকার। সবাইকে নিয়ে চলতে হবে। এই কর্মীসভা থেকে তিনি তিনি কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন আপনারা স্লোগান তুলুন, আওয়াজ তুলুন অলি গলি মে শোর হ্যায়, বিজেপি পার্টি চোর হ্যায়।
এদিনের এই কর্মীসভায় উপস্থিত ছিলেন সংসদ সৌগত রায়, ডাক্তার কাকলি ঘোষ দস্তিদার, অর্জুন সিং, নুসরাত জাহান, মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, পার্থ ভৌমিক, রথীন ঘোষ, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, সুজিত বসু, বিধানসভার মুখ্য সচেতন নির্মল ঘোষ, বিধায়ক তাপস রায়, নারায়ণ গোস্বামী, কাজী নুরুল ইসলাম, রহিমা মন্ডল, কাজী আব্দুর রহিম,কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ,মফিদুল হক সাহাজি সহ রাজ্য ও জেলার বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব।

মোদি সরকার ওবিসি ও দলিতদের ক্ষমতায়নে ব্যর্থ হয়েছে: রাহুল

আপনজন ডেস্ক: নরেন্দ্র মোদি সরকারকে ব্যাপক আক্রমণ করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। বৃহস্পতিবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (ওবিসি), দলিত এবং আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্বের অভাব নিয়ে কেন্দ্রের সমালোচনা করেছেন। রাহুল অভিযোগ করেছেন, বিজেপি ভারতকে স্বাধীনতার আগের দিনগুলিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যেখানে দেশের কিছু শাসক ব্রিটিশ প্রভুদের সাথে যোগসাজশ করেছিল।
কংগ্রেসের ১৩৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে নাগপুরে 'হ্যায় তাইয়ার হাম' (আমরা প্রস্তুত) সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে রাহুল গান্ধি এদিন পুনরায় বলেন, ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের পরে বিরোধী ভারতীয় জোট ক্ষমতায় এলে জাতিগত আদমশুমারি করা হবে। তিনি বলেন, ওবিসিরা জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ। আমাকে দেখান, আজ ভারতের শীর্ষ স্থানীয় সংস্থাগুলিতে কতজন ওবিসি, দলিত, আদিবাসী কাজ করেন? কেন্দ্রে কর্মরত ৯০ জন আইএএস অফিসারের মধ্যে মাত্র তিনজন ওবিসি অফিসারকে ছোট ছোট বিভাগ দেওয়া হয়েছে। দলিতদের সংখ্যা ১৫ শতাংশ এবং আদিবাসীরা ১২ শতাংশ। তবুও, বিজেপি শাসনে তাদের কম প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। কীসের ভিত্তিতে মোদি সরকার দাবি করছে যে তারা ওবিসি, দলিত, আদিবাসীদের জন্য কাজ করছে? কেন তারা ক্ষমতা ভাগাভাগি প্রক্রিয়ার অংশ নয়? সেই প্রশ্ন তোলেন রাহুল। নাগপুরের জনসভায় ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী ঘণ্টা বাজানো হয়। মহারাষ্ট্র ও সারা দেশের শীর্ষ কংগ্রেস নেতাদের উপস্থিতি দেখা গিয়েছিল, তবে কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি সোনিয়া গান্ধি এবং দলের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধি এই অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিলেন।
এদিনের সভায়, দেশে বর্তমানে মতাদর্শগত লড়াই চলছে বলে মন্তব্য করে রাহুল গান্ধি দাবি করেন, বিজেপি দাসদের দল এবং অতীতে ব্রিটিশ রাজের সাথে যোগসাজশকারী দেশীয় শাসকদের অনুরূপ। তিনি আরও অভিযোগ করেন, দেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান - মিডিয়া, কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই) এবং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট -শাসক দলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তিনি বলেন, কিছুদিন আগে সংসদে এক বিজেপি সাংসদ, যিনি কংগ্রেসে ছিলেন, আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তিনি গোপনে আমার সাথে দেখা করেছেন।আমি তার মুখের উত্তেজনা লক্ষ্য করেছি। তিনি আমাকে বলেছিলেন, তিনি যখন বিজেপিতে ছিলেন, তখনও তাঁর হৃদয় কংগ্রেসের সাথে ছিল। তিনি বলেন, কেউ তাদের কথা শোনেনি। উপর থেকে (বিজেপি নেতৃত্ব) আদেশ আসে এবং সবাইকে তা মানতে হতো। বিজেপিতে কারও বিকল্প নেই। এটা দাসদের দল।রাহুল আরও বলেন, বিজেপির মতাদর্শ ছিল সেই সব রাজাদের মতো, যারা নিঃশর্ত আনুগত্য দাবি করেছিল এবং কারো কথা শোনেনি। কংগ্রেসের সঙ্গে বিজেপির কথিত কর্মশৈলীর তুলনা করে রাহুল গান্ধি দাবি করেন, তার দলে নীচ তলা থেকে আওয়াজ উঠছে। এমনকি ক্ষুদ্রতম কংগ্রেস কর্মীও আমাদের নেতাদের শাস্তি দিতে পারেন। আমাদের কর্মীরা এসে আমাকে এমন কিছু সম্পর্কে বলতে পারে যা আমি করেছি যা তারা পছন্দ করেনি। আমি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি কেন আমি এটা করেছি। আমি তাদের মতামতকে সম্মান করি, এমনকি যদি আমি তাদের সাথে একমত না হই। তিনি বলেন, কংগ্রেসই ভারতকে একটি সাংবিধানিক কাঠামোর আওতায় এনেছে, সাধারণ নাগরিকদের মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে। কংগ্রেস চাইছে আরএসএস-বিজেপির নীতি ও আদর্শকে নির্মূল করতে, যা চিরন্তন ভারতের সর্বগ্রাহ্য ভাবধারা ধ্বংস করে দেশকে একদর্শী করে তুলতে।

মারসি অ্যাকাডেমি
(মিশন)
Under The Management of Mercy Educational And Welfare Trust
ইসলামী ভাবাদর্শে একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
৩৪ নং জাতীয় সড়ক, দেবগ্রাম, কাটোয়া মোড়
পেট্রোল পাম্পের সামনে, কালীগঞ্জ, নদিয়া

২০২৪ শিক্ষাবর্ষে নার্সারী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত
হিফজ বিভাগ
বালক-বালিকা পৃথক ব্যবস্থা (আবাসিক, মহিলা হাফিজা দ্বারা মেয়েদের কুরআন হিফজ করানো হয়)
তৃতীয় শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত আবাসিক (বালক)

ভর্তি চলছে

নার্সারী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত অনাবাসিক (বালক/বালিকা) বাংলা মাধ্যম, ইংরেজি প্রাধান্য

Tarbiyah Cambridge International School
An English Medium School (CBSE Curricullam) with Arabic
ADMISSION OPEN-2024

পঃ বঃ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস অনুযায়ী পঠন-পাঠনের সঙ্গে আরবী, হিফজ, হিন্দি এবং সিবিএসই কারিকুলাম
২৪ ঘন্টা সিসি ক্যামেরা দ্বারা নজরদারি
এলইডি টিভি এবং প্রজেক্টর
স্পোকেন ইংলিশ ও অ্যারাবিক

Play Group to Class II

আবাসিক শিক্ষক ও শিক্ষিকা চাই
বিষয়: আরবী, ইংরেজি এবং অভিজ্ঞ কুরআনে হাফিজ/হাফিজা। এছাড়াও ইসলামিক আদর্শে একজন অফিস ইনচার্জ ও গেটম্যান প্রয়োজন।
বিস্তারিত জানতে কথা বলুন:
৭৮১১৮৫৩০৬৯

Office: 7811853069 Contact: 9093969444

প্রথম নজর

২০২৪ এর গঙ্গাসাগর মেলার আগে ঝাড়ু হাতে সাফাইয়ে মন্ত্রী

ওবায়দুল্লাহ লস্কর ● সাগর

আপনজন: জানুয়ারীর ৮ তারিখ থেকে শুরু হবে গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৪ এ বছর গঙ্গাসাগর মেলা কে ক্লিন গঙ্গা সাগর মেলা প্লাস্টিক মুক্ত করতে উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার আগে জানুয়ারীর ৩ তারিখে গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে আসবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যে গঙ্গাসাগরের কপিল মুনি আশ্রমের সামনে ঝাড়ু হাতে নিয়ে সাফাই অভিযানে নামলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা এছাড়াও সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কপিলমুনির আশ্রমের একাধিক পুরোহিত ও সাগরের বিডিও কানাইয়া কুমার রায় জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি সীমন্ত কুমার মালিক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবিনা বিবি সাগর কোস্টাল থানার ওসি বাপি রায় গঙ্গাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান হরিপদ মণ্ডল সহ একাধিক প্রশাসনিক আধিকারিকরা

ভিনরাজ্যে ফের পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: ফের ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু আবার ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে মৃত্যু হল এক পরিযায়ী শ্রমিকের। কাজ শেষ করে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়। তার নিথর দেহ ফিরে এলো বাড়িতে । বৃহস্পতিবার ভোরে শ্রমিকের দেহ বাড়ি পৌঁছাতেই শোকের ছায়া নেমে আসে পরিবারের। মৃত শ্রমিকের বাড়ি ইংরেজবাজার থানার শোভনগর অঞ্চলের মোহনপুর গ্রামে। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত শ্রমিকের নাম শেখ জহিরুল। তিন মাস আগে দিল্লির মিরাটে টাওয়ারের কাজে গিয়েছিলো। গত ১২ ডিসেম্বর কাজ করারে ফেরার পথে ট্রাক্টরে ধাক্কা লাগে। আহত হয়। হসপিটালে চিকিৎসা চলাকালীন মারা যায়। বৃহস্পতিবার সকাল ৭টা নাগাদ নিথর দেহ গ্রামের বাড়িতে এসে পৌঁছায়। গ্রাম জুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে।

ফল বিতরণ কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কালিয়াচক

আপনজন: কালিয়াচক ২ নম্বর ব্লকে জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কংগ্রেসের ১৩৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবসকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার বাঙ্গিটোলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগীদের মধ্যে ফলমূল বিতরণ করে মানবিক বার্তা তুলে ধরল কংগ্রেস। এই ফলমূল বিতরণে উপস্থিত ছিলেন কালিয়াচক ২ নম্বর ব্লক কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট দুলাল শেখ ও ছাত্র যুবনেতা নুর নবি আজাদ প্রমুখ।

কিষাণমান্ডিতে ধান বিক্রিতে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ

রঙ্গিলা খাতুন ● বড়ঞা

আপনজন: কিষাণমান্ডিতে ধান বিক্রিতে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ উঠল। চাষিদের অভিযোগ, ধান বিক্রি করতে গিয়ে এক কুইন্টাল ধানে কেটে নেওয়া হচ্ছে পাঁচ থেকে ছয় কিলো ধান। শুধু তাই নয় লেবার বাবদ আরও ২০০ থেকে ৩০০ টাকা দিতে হবে বলে মারাত্মক অভিযোগ করছেন বড়ঞার ধান চাষিরা।

এরপর শুরু হয় বাক কিষাণমান্ডিতে ধান চাষীদের সঙ্গে বাক বিতান্ডা যার জেরে বন্ধ হয়ে যায় ধান ক্রয় করা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌছায় বড়ঞা থানার পুলিশ ।

ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার বিকেলে বড়ঞার কুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলি কলেজ ঘোষ স্কুলে কৃষকদের কাছ থেকে ন্যায্য মূল্যে ধান ক্রয় করার জন্য ক্যাম্প করা হয়ে ছিলো এলাকার চাষীরা ক্যাম্পের ধান নিয়ে গেলে এক কুইন্টাল পিছু কেটে নেওয়া হচ্ছে পাঁচ থেকে ছয় কিলো ধান। শুধু তাই নয় লেবার বাবদ আরও ২০০ থেকে ৩০০ টাকা দিতে হচ্ছে অভিযোগ তুলেন বড়ঞার ধান চাষিরা।

যদিও এই বিষয়ে ক্যাম্পে দায়িত্ব থাকা অফিসার বলেন আমরা শুনেছি বিষয়টা লেবাররা বকশিশ ২০০ থেকে ৩০০ টাকা নিচ্ছে শুনেছি এখন ধান নেওয়া আমরা বন্ধ করেছি বিষয়টা আমিও আমার উদ্দেশ্য কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।

চাষিরা যাতে সহায়ক মূল্যে ধান বিক্রি করতে পারেন তার জন্য সহায়ক ধান ক্রয় কেন্দ্র তৈরি করেছে রাজ্য সরকার।

কিষাণমান্ডিতে ধান বিক্রি করতে গিয়ে ব্যাপক হয়রানি সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বলে জানান বড়ঞার কৃষকেরা।

পূজা-ঈদ-বড়দিন মিলন উৎসব 'আইমো'র

নাজমুস শাহাদত ● মোথাবাড়ি

আপনজন: মালদহের মোথাবাড়ীর পঞ্চানন্দপুর পাগলাঘাট বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন বিউটি পার্কে নবম বর্ষে পূজা-ঈদ-বড়দিন মিলন উৎসব এর আয়োজন করা হয়। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অর্গানাইজেশন (আইমো) এর উদ্যোগে প্রতিবছর এই উৎসব পালন করা হয়।

এদিনের মহা উৎসবে বিশিষ্ট গুনীজন অতিথি ও অনুষ্ঠানের উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বিশ্ব সেবাশ্রম সংঘ এর ঠাকুর শ্রী সমীরেশ্বর ব্রম্মাচারী মহারাজ, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতা বিমল গুরুং, প্রাক্তন মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ এর সভাপতি আব্দুল ওহাব, গায়ক অমিত পল, সমাজসেবী রাজ বসু, সাংবাদিক মানস ব্যানার্জি, প্রাক্তন অধ্যক্ষ আব্দুল ওহাব, সমাজসেবী দুলাল সরকার, টলিউড সন্দিপ নায়ক, কৌশিক কুশারী, সঙ্গীতকার ইজাজ আলি, গায়িকা সঙ্গীতা, মালদার গায়িকা দিশা, শিশু শিল্পী জোয়া এবং শিলিগুড়ি ও অন্যান্য আরও ৪০ জন শিল্পী ছাড়াও বহু বিশিষ্ট গুনীজনরা। এছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে ছিল বিশেষ আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। আইমোর সর্বভারতীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক নাসির আহমেদ বলেন, এই দিনটি আমরা প্রতি বছর পালন করে থাকি। মূলত এই অনুষ্ঠানের বিষয় হচ্ছে, গঙ্গা ভাঙ্গন ও পরিযায়ী শ্রমিকদের তরফ থেকে সচেতনতা ও প্রতিবাদ সভা। যেহেতু এই পঞ্চানন্দপুরের মানুষ গঙ্গা তীরবর্তী এলাকায় বসবাস করেন এবং এই অঞ্চল থেকে বহু শ্রমিক দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কাজ করতে যায় তাদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় পড়তে হয় সেই নিয়ে আমাদের প্রতিবাদ ও আন্দোলন। আমরা এই দিনটি বিশেষভাবে সকল ধর্ম প্রাণ মানুষ মিলেমিশে সৌভ্রাতিত্বের, সম্প্রীতির ও সৌহার্দ্যের বার্তা নিয়েই চলে এই অনুষ্ঠান।

রাস্তায় বসে অভিনব বিক্ষোভ কৃষকদের

বাবলু প্রামানিক ● কুলতলি

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি বাজার সংলগ্ন এলাকায় সারের কালো বাজারি রুখতে কুলতলি এডিও অফিসের সামনে পথ আটকে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখালো কুলতলীর কৃষকরা, তাদের দাবি ইউরিয়া সারের বস্তা যেখানে ধান ফালা ২৬০ টাকা সেখান থেকে কালোবাজারি করে দোকানদাররা নিচ্ছে ৪০০ টাকা ৩৮০ টাকা। তাছাড়াও ডিও ভি যে স্যার তার দাম ১১০০ টাকা থেকে ১৩০০ টাকার মধ্যে সেখানে কালোবাজিরের দোকানদার দা বাইশো টাকা নিচ্ছে। যা অগ্নি মূল্য সারের দাম তা থেকে রেহাই পেতে সমস্ত কৃষক একত্রিত হয়ে এই বিক্ষোভ দেখাচ্ছি। ঘটনাস্থলে কুলতলী থানার পুলিশ আধিকারিকরা এসে বিক্ষোভকারীদের বুঝে ঘটনাস্থলে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করছে ।

ইমাম মুয়াজ্জিনদের ভাতা বৃদ্ধির দাবি ইমামদের সভা থেকে

জাকির সেখ ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: বৃহস্পতিবার অল বেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড চ্যারিটেবল ট্রাষ্ট মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির উদ্যোগে বহরমপুরে অবস্থিত জেলা পরিষদের অডিটরিয়াম হলে অনুষ্ঠিত হল জেলা কর্মী সম্মেলন, স্বাস্থ্য ও হজ সচেতনতা সভা। এদিনের সভায় বিধায়ক হাজি নিয়ামত সেখ ও বিধায়ক হুমায়ূন কবীর বলেন ইমামরা হচ্ছেন আমাদের সমাজের নেতা। তারা আমাদেরকে পরিচালনা করেন। তারা যেভাবে সমাজের কাজ করে চলেছে সত্যিই তা প্রশংসা যোগ্য। ইমাম মুয়াজ্জিনদেরকে যে ভাতা ওয়কাফ বোর্ড থেকে দেওয়া হয় তা খুবই কম। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আমাদের আবেদন ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের ভাতা যাথাক্রমে দশ হাজার ও পাঁচ হাজার করতে হবে। সাংসদ আবু তাহের খান বলেন, আজকের সভা থেকে ইমাম মুয়াজ্জিনদের যে দাবি দাওয়ার কথা উঠে এসেছে সেগুলোর জন্য যথা উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবো। এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সেগুলো পৌঁছে দেব।

সংগঠনের রাজ্য সভাপতি মাওলানা নিজামুদ্দীন বিশ্বাস সংগঠনের বহুমুখী খিদমতের কথা তুলে ধরেন। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাল্য বিবাহ, মদ, স্কুল ছুটদের স্কুলে ফেরানো ও পবিত্র হজ নিয়ে ইমাম মুয়াজ্জিনরা যেন সমাজের মানুষদের সচেতন করেন সেই বিষয়ের উপর তিনি বিস্তারিত আলোচনাও করেন।

স্কিল ডেভেলপমেন্ট মাইনরিটি ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান সাবির গাফফার বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যালঘু মুসলিমদের জন্য অনেক প্রকল্পের ব্যবস্থা করেছে। সেগুলো সাধারণ মানুষদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ইমাম মুয়াজ্জিনদের এগিয়ে আসতে হবে।

জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সন্দীপ স্যানাল বলেন জেলায় অনেক নতুন হসপিটাল তৈরি হয়েছে এবং হচ্ছে ইমাম মুয়াজ্জিনরা যেভাবে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কাজ করে চলেছে সত্যিই তা প্রশংসাযোগ্য। সভা শেষে ইমাম মুয়াজ্জিনদের হাতে একটি করে ফাইল ও মশারি তুলে দেওয়া হয়।

জেলা জমিয়তের সভাপতি মাওলানা বদরুল আলম দলমত নির্বিশেষে মাসলাকি ইখতিলাফ ভুলে জাতির স্বার্থে সকলকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান।

সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান মুস্তাফিজ হাসমি, ডোমা রেনুকা খাতুন, ডাক্তার গোলাম নবী, ডা. এনামুল হক।

বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি ওলিউল্লাহ বিশ্বাস, চেয়ারম্যান মাইনুল ইসলাম, পুরোহিত প্রদীপ চক্রবর্তী, মাওলানা আতিকুর রহমান, নাজিমুদ্দিন বিশ্বাস, মাওলানা সাজারুল ইসলাম, মাওলানা ইয়াকুব প্রমুখ।

ক্রিসমাস কার্নিভাল ঘিরে তৃণমূলে দ্বন্দ্ব

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়ার ডুমুরজলার ইকো পার্কের ক্রিসমাস কার্নিভাল ঘিরে তৃণমূলের দ্বন্দ্ব তুঙ্গে। মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের সামনেই তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর প্রকাশ্যে হাতাহাতি। পুর প্রশাসক এবং মন্ত্রী মনোজ তিওয়ারির অনুগামীদের মধ্যে প্রকাশ্যে চলে তর্কাতর্কি হাতাহাতি। আজ মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তার পর এদিন অরূপ বিশ্বাস ঘটনাস্থলে আসেন। দু'পক্ষকে নিয়ে বৈঠকে বসেন অরূপ বিশ্বাস। মঞ্চে তুলে মনোজ তিওয়ারি ও সুজয় চক্রবর্তীর মধ্যে বিবাদ মেটানোর চেষ্টা করেন অরূপ বিশ্বাস।

প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পেয়েই এদিন ফের চালু করে দেওয়া হয় হাওড়ার ইকো পার্কে আয়োজিত ক্রিসমাস কার্নিভাল। এর আগে বৃহস্পতিবার দেগঙ্গা সফরের আগে মুখ্যমন্ত্রী কার্নিভাল বন্ধের বিষয়টি নিয়ে হাওড়ার পুলিশ কমিশনারের কাছে বিস্তারিত জানতে চান। কার্যত কার্নিভাল বন্ধে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী এখনই কার্নিভাল ফের শুরু করার নির্দেশ দেনমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

কয়লা ভর্তি লরি উল্টে গেল নয়ানজুলিতে

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: গভীর রাত্রে কয়লা ভর্তি ১২ চাকা লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল নয়ন জলিতে। কোন রকমে প্রানে বাঁচলেন ড্রাইভার ও খালাসী। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় নবগ্রামে।জানা যায়,মুর্শিদাবাদের নবগ্রাম থানার রসুলপুর অঞ্চলের সাঁকোর ঘাট সংলগ্ন এলাকায় রাজ্য সড়কের উপর দিয়ে খড়গ্রামের শাহী শেরপুরের দিক হয়ে পাঁচগ্রাম মুখি ১২ চাকা কয়লা বোঝাই করা লরি আসছিল। সেই সময় ডিভাইডার ভেঙে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাত্রি প্রায় ২ টোর দিকে রাস্তা থেকে খালি নিচু মাঠের উল্টে যায় । ফলে ১ ২ চাকা কয়লা বোঝাই করা লরিটির ফ্রন্ট এক্স সেল পুরোপুরি ভেঙে যায়, তবে লরিটির ড্রাইভার ও খালাসি প্রাণে বেঁচে যায়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে নবগ্রাম থানার পুলিশ ঘটনার স্থলে উপস্থিত হয়। লরি থেকে কয়লাগুলি আনলোড করে নবগ্রাম থানায় নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা চলছে।

আজ সেহারা বাজারে শুরু হচ্ছে পূর্ব বর্ধমান জেলা তবলিগি ইজতেমা

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: ২৯, ৩০ ,৩১ ডিসেম্বর পূর্ব বর্ধমানের সেহারা বাজারে শুরু হচ্ছে পূর্ব বর্ধমান জেলা তবলিগী ইজতেমা।

কয়েক লক্ষ মানুষের উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা এই জোড়ে। সেই উপলক্ষে সাজো সাজো রব পড়ে গেছে গোটা এলাকা জুড়ে।

রহমানিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ও রহমানিয়া আলামিন মিশন এর ক্যাম্পাস সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় চলছে প্যান্ডেলের কাজ।

প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার বাজেটের বিশাল প্যান্ডেলের কাজ চলছে। বর্ধমান জেলা থেকে হাজার হাজার মানুষের যেমন উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা তেমনি দিল্লি থেকে তবলিগী জামাতের জিম্মাদার রা উপস্থিত হবেন বলে আশা করছেন কর্মকর্তারা। এই জমায়েতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের দ্বীন এবং দুনিয়া কিভাবে ভালো হয়ে যাবে । মানুষের লেনদেন, রাষ্ট্রীয় জীবন, সামাজিক জীবন, পারিবারিক জীবন প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষ সৎ ভাবে চলতে পারবে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। মানুষের মধ্যে ভাইচারি ও মানুষের মধ্যে মিল মহব্বত বজায় রাখা।

জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ মানুষের প্রতি ভালোবাসা রাখবে সেই উদ্দেশ্যে বার্তা দেবেন জামাতের জিম্মাদার রা। পূর্ব বর্ধমানের তবলিগী জামাতের জিম্মাদার দের তরফ থেকে সেহারা বাজার রহমানিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সম্পাদক তথা পূর্ব বর্ধমানের তাবলীগ জামাতের অন্যতম জিম্মাদার হাজী কুতুব উদ্দিন ও তার অনেক সঙ্গী সাথীরা এই ইজতেমার ব্যবস্থাপনা করছেন দিনরাত। আগত মেহমানদের কোন অসুবিধা না হয় সেটা দেখা হচ্ছে। প্যান্ডেলের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য জলের ট্যাপের ব্যবস্থা, বাথরুম পায়খানা থেকে শুরু করে থাকার ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করা হয়েছে যাতে ইজতেমায় আসা মুসল্লিদের কোনও ধরনের অসুবিধা না হয়। এই জন্য আশপাশের সমস্ত বিল্ডিং বা অন্যান্য জায়গা সাথীদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ইজতেমাকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে।

কুমারগঞ্জে জাতীয় শিশু কমিশনের দল

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জে এলেন জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশনের দুই সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল। তারা ব্লকের বেশ কয়েকটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, কুমারগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতাল, এলাকার বেশ কয়েকটি প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয় পরিদর্শন করে । মূলত সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র গুলির সাময়িক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন তাঁরা। পাশাপাশি শিশুদের সুরক্ষা, নিরাপত্তা এবং সামাজিক প্রকল্পগুলোর সঠিক ভাবে কার্যকরী হচ্ছে কিনা সেই সম্পর্কিত বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেন তাঁরা।

জানাগিয়েছে, আগামী ২৯ ডিসেম্বর সকাল ৯ টায় থেকে কুমারগঞ্জ ব্লকে ন্যায়াসন(বেঞ্চ) বসবে। সেখানে দিল্লী থেকে জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশনের মেম্বার সেক্রেটারি রূপালী ব্যানার্জি সিং উপস্থিত থেকে সরাসরি অবহেলিত,অসহায় শিশু ও অভিভাবক দের কাছ থেকে সমস্যা শুনবে হবে এবং সমাধানের জন্য নির্দেশ দেবেন। সব মিলিয়ে কেস এর সংখ্যা প্রায় একশ বা তার অধিকও হতে পারে বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে। এদিনের এই প্রতিনিধি দলের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক(সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার) হারিশ রশিদ, জেলা সমাজ কল্যাণ দপ্তরের আধিকারিক বিপ্লব সেন, কুমারগঞ্জ ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীবাস বিশ্বাস, যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক দেবপ্রিয় ঠাকুর, কুমারগঞ্জ ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক সৌমিত্র সাহা, সিডিপিও তপন বিশ্বাস, মধ্য রামকৃষ্ণপুর গ্রামীণ উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক মিজানুর রহমান প্রমুখ।

লরি শ্রমিক কংগ্রেসের ৩৯তম বাৎসরিক সম্মেলন সাঁইথিয়ায়

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: জাতীয় কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিইউসি প্রভাবিত সাঁইথিয়া লরি শ্রমিক কংগ্রেসের ৩৯ তম বাৎসরিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবার সাঁইথিয়া পৌরসভার রবীন্দ্রভবন অনুষ্ঠান প্রেক্ষাগৃহে। সম্মেলন শুরুর পূর্বে সাঁইথিয়া রেল স্টেশন পয়েন্ট থেকে মিছিল সহকারে সমস্ত ড্রাইভার ও খালাসী গণ শহর পরিক্রমা করে রবীন্দ্র ভবন হলে জমায়েত হন। এদিন স্থানীয় এলাকায় ইউনিয়ন বোর্ড সংলগ্ন মোড়ে ইউনিয়নের নতুন কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধন করা হয়।সেখানেই দলীয় পতাকা উত্তোলন ও শহীদবেদীতে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন সংগঠনের নেতৃত্ব সহ সদস্যগণ। সম্মেলনের মঞ্চ থেকে লরি ড্রাইভার,খালাসি লোডিং শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা,বেতন বৃদ্ধি,পেনশন মাসিক ৭০০০টাকা,৮ ঘন্টা কাজ,স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা এবং নিরাপত্তা সহ অন্যান্য দাবীর প্রেক্ষিতে দুর্বার আন্দোলন এ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ফেডারেশন ভারতবর্ষ ব্যাপি যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এই সভা থেকে তাহা সর্বতোভাবে সহযোগিতার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।সংগঠনের বাৎসরিক আয় ব্যায়ের হিসাবে পেশ করা হয়। সাথে নিজেদের সুবিধা অসুবিধা সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা পর্ব চলে।পাশাপাশি ২৪ জন সদস্য নিয়ে নতুন কমিটি গঠিত হয়। যাহা আগামীদিনে উক্ত সদস্যদের মধ্যে থেকে সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করার দায়িত্ব অর্পণ করেন সংগঠনের বিদায়ী কমিটি। উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলা আইএনটিইউসি সভাপতি মৃনাল কান্তি বসু, সাঁইথিয়া লরি শ্রমিক কংগ্রেসের সভাপতি বিপদ তারণ সিং,সম্পাদক জাভেদ আলী, সহসভাপতি মুন্না দাস প্রমুখ নেতৃত্ব।উল্লেখ্য জাতীয় কংগ্রেসের একদা জেলা সভাপতি প্রয়াত নিহার দত্তের উদ্যোগে এবং জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবসকে সামনে রেখে গত ১৯৮৪ সালের ২৮ শে ডিসেম্বর সাঁইথিয়া লরি শ্রমিক কংগ্রেসের পথচলা শুরু হয়।

মহাখোলা সীমান্তে উদ্ধার রৌপ্য অলঙ্কার

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদীয়া চাপড়া ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মহাখোলা সীমান্তে উদ্ধার রৌপ্য অলঙ্কারের আনুমানিক মূল্য ৯,১০,৮০০/- টাকা।সীমান্তরক্ষী বাহিনী।সীমান্তের ৮২ নম্বর ব্যাটালিয়ন বিএসএফ কর্মীরা আন্তর্জাতিক সীমান্তে রৌপ্য পাচারের একটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে এবং ১১.৫ কেজি রুপার অলঙ্কার চোরাকারবারীরা পাচার সময় রুপার অলংকার ভারত থেকে বাংলাদেশে পাচারের চেষ্টা করছিল।বি সি এস সূত্রে জানা গেছে,মহাখোলার সতর্ক জওয়ানরা, সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে, সন্দেহভাজন এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান চালানো সময় সীমান্তরক্ষী বাহিনীদের দেখে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায় জিনিসপত্র ফেলে দিয়ে ঘন অন্ধকার ও কুয়াশার সুযোগ নিয়ে পালিয়ে যায়। জওয়ানরা ঘটনাস্থল থেকে একটি ব্যাগে ১১.৫ কেজি রুপোর অলঙ্কার উদ্ধার করেছে।রুপার অলংকার শুল্ক বিভাগ,চাপড়া মহৎপুর হস্তান্তর করা হয়েছে।দক্ষিণবঙ্গ সীমান্তের জনসংযোগ কর্মকর্তা বলেন, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে চোরাচালানের মতো অপরাধ বন্ধে সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর সৈন্যরা দিনরাত কাজ করছে এবং এর ফলে এ ধরনের অপরাধে জড়িতদের অসৎ উদ্দেশ্য নস্যাৎ করা হচ্ছে। বারে বারে এ কারণে তারা নানা সমস্যায় পড়েছেন।

প্রথম নজর

জাতিসংঘ কর্মীদের ওপর ইসরায়েলের ভিসা নিষেধাজ্ঞা

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসের 'সহযোগী' আখ্যায়িত করে জাতিসংঘের কর্মীদের স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভিসা দেয়া বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছে ইসরায়েল। সম্প্রতি এই সিদ্ধান্তের ঘোষণা দেন ইসরায়েলের মুখপাত্র এইলন লেভি। তিনি বলেন, গাজায় বর্তমান সংঘাতের সময় জাতিসংঘের কর্মীরা ইসরায়েলের ওপর দোষ চাপাচ্ছেন এবং হামাসের দোষ আড়াল করছেন। এই অভিযোগ এনে জাতিসংঘের কর্মকর্তাদের নিন্দা করেন তিনি। তেল আবিব জানিয়েছে, জাতিসংঘের কোনো কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী গাজার ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসের সহযোগী হিসেবে কাজ করছেন। ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, জাতিসংঘের কর্মীরা ভিসার অনুরোধ করলেই তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুমোদিত হবে না বরং ভিসার বিষয়ে খুঁটিনাটি যাচাই-বাছাই করে দেখা হবে। ইসরায়েলের মুখপাত্র এইলন লেভি বলেন, জাতিসংঘের যে সমস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী হামাসের সাথে প্রোপাগান্ডা মেশিন হিসেবে কাজ করবে তাদের সাথে ইসরায়েল কাজ করা বন্ধ করে দেবে। ইসরায়েল তার মিত্রদের প্রতিও একই ধরনের পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

ফিলিস্তিনের প্রতি সংহতি জানিয়ে নতুন বছর উদযাপন নিষিদ্ধ ঘোষণা পাকিস্তানে

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনে চলছে ভয়াবহ যুদ্ধ। সবশেষ খবর পর্যন্ত ইসরায়েলের নারকীয় হামলায় প্রাণ হারিয়েছে ২১ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি যার বেশিরভাগই নারী ও শিশু। এমন পরিস্থিতিতে ফিলিস্তিনের প্রতি সংহতি জানিয়ে ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষ্যে সকল প্রকাল উদযাপন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে পাকিস্তান। খবর জিও নিউজের। পাকিস্তানের তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার-উল-হক কাকার বৃহস্পতিবার ঘোষণায় বলেছেন, সারা দেশে নববর্ষ সম্পর্কিত সমস্ত উদযাপন নিষিদ্ধ করা হলো। দক্ষিণ এশীয় জাতি (পাকিস্তান) ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করছে। কারণ তারা ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েলের সবচেয়ে বর্বর হামলার শিকার। অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলা থেকে বাদ যায়নি শরণার্থী শিবির, হাসপাতাল, বেসরকারী সংস্থা পরিচালিত স্কুল, মসজিদ, শপিংমলসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। ফিলিস্তিনের বার্তা সংস্থা ওয়াফার বরাত দিয়ে আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বুধবার (২৭ ডিসেম্বর) মধ্য গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর স্থল অভিযান তীব্রতর ও বিস্তৃত হয়েছে। এ ইসরায়েলি হামলায় গাজার নুসিরাত শরণার্থী শিবিরে অন্তত সাত ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এছাড়া স্থানীয় চিকিত্সকরা জানিয়েছেন, আল-মাগাজিতে বিমান হামলায় পাঁচজন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন এবং দক্ষিণ গাজার খান ইউনিসের এল আমাল হাসপাতালের কাছে ভয়াবহ ইসরায়েলি হামলায় কমপক্ষে ২০ জন নিহত এবং আরও অনেকে আহত হয়েছেন। খবর আল জাজিরা। গত ৭ অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত গাজা উপত্যকায় নিহতদের সংখ্যা ২১ হাজার ছাড়িয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) বলছে, ইসরায়েলি হামলা থেকে বাঁচতে হাজারো বাসিন্দা কেন্দ্রীয় গাজা ও খান ইউনিস ছেড়ে পালিয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ায় ছাত্রদের রোহিঙ্গাবিরোধী বিক্ষোভ

আপনজন ডেস্ক: ইন্দোনেশিয়ার পশ্চিমে বান্দা আচেহ শহরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা একটি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ঢুকে সবকিছু তছনছ করে দেয়। শরণার্থীদের একটি ট্রাকে তুলে দেয় তারা। বুধবার রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরটিতে কার্যত হামলা চালায় ছাত্ররা। আচেহ প্রদেশের একটি সরকারি হলে ১৩৭ জন রোহিঙ্গা শরণার্থীকে থাকার জায়গা দেওয়া হয়েছিল। ছাত্ররা সেখানে গিয়ে প্রথমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এরপর পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে তারা ঢুকে পড়ে অভিবাসী শিবিরে। সেখান থেকে অভিবাসীদের একটি ট্রাকে তুলে অন্য এক জায়গায় পাঠানোর ব্যবস্থা করে তারা। হাতের কাছে যা আছে তা নিয়ে দুইটি ট্রাকে উঠতে বাধ্য হন অভিবাসীরা। ছাত্রদের বক্তব্য, অভিবাসীদের একটি সরকারি দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে ওই অভিবাসীদের ডিপোর্ট করতে হবে সরকারকে। তাদের আর ইন্দোনেশিয়ায় থাকতে দেওয়া যাবে না। গোটা ঘটনায় স্তম্ভিত মানবাধিকার কর্মীরা। এদিনের ঘটনার যে ভিডিও ফুটেজ মিলেছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে, কাঁদতে কাঁদতে সহায়সম্বলহীনভাবে ট্রাকে উঠছেন অভিবাসীরা। কেউ কেউ কাঁদছেন। কেউ প্রার্থনা করছেন। প্রশাসনের বক্তব্য ইন্দোনেশিয়ার প্রশাসন জানিয়েছে, ইন্টারনেটে ফেক নিউজ বা ভুয়া খবর ছড়িয়ে এই ঘটনা ঘটেছে। ভুয়া খবর এমনভাবে ছড়ানো হয়েছে, যাতে ছাত্রদের একত্রিত করা যায়। ভুয়া খবরের ওপর ভিত্তি করেই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ছাত্ররা এই বিক্ষোভের প্রস্তুতি নিয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, প্রশাসন আগেই কেন কোনো ব্যবস্থা নিল না! গোটা ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে জাতিসংঘের শরণার্থী সংক্রান্ত সংস্থা ইউএনএইচআরসি। তারা জানিয়েছে, অবিলম্বে ওই অভিবাসীদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। ইউএনএইচসিআর-ও জানিয়েছে, ভুয়া খবরের ওপর ভিত্তি করে পুরো ঘটনাটি ঘটেছে। মিয়ানমার থেকে প্রচুর অভিবাসী ইন্দোনেশিয়ায় পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। ইন্দোনেশিয়ার বেশ কিছু শহরে তাদের অস্থায়ী আশ্রয় শিবির দেওয়া হয়েছে।

ইসরাইলি বর্বরতা: ফিলিস্তিনি শিশুদের নগ্ন করে আটকে রেখেছে

আপনজন ডেস্ক: বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন অবরুদ্ধ গাজায় ইসরাইলি বর্বরতার নতুন নতুন চিত্র বিশ্বে সামনে আসছে। বিভিন্ন গণমাধ্যম সে চিত্র তুলে ধরছে। এবার মার্কিন সংবাদ মাধ্যম সিএনএন প্রকাশ করে এক ভয়াবহ বর্বর চিত্র। যা দেশে শিহরে উঠেছে বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মানুষ, তারা অবাক করেছে, এমন বর্বরতাও চালাতে পারে একটি রাষ্ট্র। তারা এর তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ জানাচ্ছে। জানা যায়, ফিলিস্তিন গাজা উপত্যকায় ইসরাইলি বাহিনী পুরুষদের পাশাপাশি শিশুদেরও নগ্ন করে আটকে রাখার ভিডিও প্রকাশিত হয়েছে। একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, ইসরাইলি বাহিনী উত্তর গাজার একটি স্টেডিয়ামে তাদেরকে জড়ো করে রেখেছে। সিএনএনের প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়, ভিডিওটিতে দুটি শিশুকে কেবল আন্ডারওয়্যার পরে হাত উঁচু করে ইসরাইলি সেনাবাহিনীর সদস্যদের নির্দেশে স্টেডিয়ামের ভেতরে যাচ্ছে। আরেকটি ক্লিপে দেখা যায়, ওই শিশু দুটি তাদের পোশাক খুলে আরো কয়েকজন কিশোর ও প্রাপ্তবয়স্ক লোকের সাথে লাইনে দাঁড়াচ্ছে। সিএনএন জিওলোকেশনে ছবির স্থানটি গাজা সিটির ইয়ারমুক স্টেডিয়াম হিসেবে শনাক্ত করেছে। ইউরো-মেটিটেরিয়ান হিউম্যান রাইটস মনিটর জানিয়েছে, তারা এই স্টেডিয়ামে ফিলিস্তিনিদের আটক রাখার প্রমাণ পেয়েছে। সাম্প্রতিক সপ্তাহে ইসরাইলি বাহিনী শত শত ফিলিস্তিনিকে আটক করেছে। ইসরাইলি বাহিনী জানিয়েছে, লোকজনের দেহে বিস্ফোরক না থাকাটা নিশ্চিত করতে তারা তাদের পোশাক খুলতে বলে। ভিডিওতে দেখা যায়, সবার পোশাক খোলা। অনেকের হাত পেছনে বাঁধা। অনেককে হাত পেছনে বাঁধা অবস্থায় মাটিতে বসে থঅকতে দেখা যায়। অনেকের চোখ পর্যন্ত বাঁধা। ভিডিওতে কয়েকজন নারী বন্দীকেও দেখঅ যায়। একটিতে দেখা যায়, পোশাক পরা কয়েকজন নারীর চোখ বেঁধে রাখা হয়েছে। ভিডিওতে ইসরাইলি পতাকা, সামরিক যানবাহন ও বুলডোজারও দেখা গেছে। অমুনাফামূলক ইউরো-মেডিটেরিয়ান হিউম্যান রাইটস মনিটর জানিয়েছে, ১০ বছরের বালক থেকে ৭০ বছরের বৃদ্ধকে পর্যন্ত গ্রেফতার করে আন্ডারওয়্যার ছাড়া তাদের সব পোশাক খুলতে বাধ্য করা হচ্ছে। আর তা করা হচ্ছে অবমাননাকর উপায়ে। সংস্থাটি এ ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ইসরাইলি হামলায় ১৯৫ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। এ সময় আহত হয়েছে আরো ৩২৫ জন। বুধবার (২৭ ডিসেম্বর) গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আশরাফুল কুদরা এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গাজায় স্থায়ীভাবে হামলা বন্ধের আহ্বান ফ্রান্সের

আপনজন ডেস্ক: অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইহুদিবাদী ইসরায়েলের চলমান গণহত্যার ব্যাপারে পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে মতবিরোধ ক্রমেই তীব্রতর হচ্ছে। ইসরায়েলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক যুক্তরাষ্ট্র যখন গাজায় যুদ্ধবিরতি মানতে নারাজ তখন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ এ যাবতকালের মধ্যে সবচেয়ে কঠোর অবস্থান ঘোষণা করে বলেছেন, গাজায় 'স্থায়ী যুদ্ধবিরতি' প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বুধবার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে টেলিফোন করে তিনি এ আহ্বান জানান। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের দফতর ওই টেলিফোনালাপের খবর প্রচার করেছে। ফোনালাপে ম্যাক্রোঁ নেতানিয়াহুকে অবিলম্বে গাজায় হামলা বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, ফ্রান্স আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই জর্দানের সহযোগিতায় গাজা উপত্যকায় মানবিক ত্রাণ তৎরপতা শুরু করতে যাচ্ছে। দৃশ্যত তিনি তার আগেই গাজায় হামলা বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন যাতে ত্রাণ তৎপরতায় কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়। নেতানিয়াহুর মিত্র হিসেবে পরিচিত ম্যাকরন গত ৭ অক্টোবর গাজা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত একাধিকবার গাজায় বেসামরিক নাগরিকদের হতাহতের ব্যাপারে 'গভীর উদ্বেগ' প্রকাশ করেছেন। তবে ম্যাক্রোঁর সেসব কথাবার্তার প্রতি নেতানিয়াহু একদমই ভ্রুক্ষেপ না করার পর ফরাসি প্রেসিডেন্ট এবার কড়া ভাষায় তেল আবিবকে সতর্ক করে দিলেন। গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি আগ্রাসনে এখন পর্যন্ত ২১ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন যাদের বেশিরভাগ নারী ও শিশু। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বলছেন, তিনি হামাসকে 'নির্মূল' করে তাদের হাতে আটক ইসরায়েলি বন্দিদের জীবিত উদ্ধার না করা পর্যন্ত থামবেন না। তার এ অবস্থানের প্রতি ওয়াশিংটন পূর্ণ সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। তবে পশ্চিমা দেশগুলোই এই অবস্থানের বিরুদ্ধে সরব হতে শুরু করেছে। এর আগে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো গাজার বেসামরিক নাগরিকদের ক্ষয়ক্ষতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে সেখানে যুদ্ধ বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন। জাতিসংঘ এবং এর সবগুলো অঙ্গ সংগঠন গাজায় অবিলম্বে গণহত্যা বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে আসছে।

ইসরাইলের ৪৯টি বড় কোম্পানির ওয়েবসাইট হ্যাক করলো ফিলিস্তিনপন্থী হ্যাকাররা

আপনজন ডেস্ক: অবরুদ্ধ গাজ্জা উপত্যকায় স্থল ও বিমান হামলার প্রতিশোধ নিতে ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের ৪৯ টি বড় কোম্পানির ওয়েবসাইট হ্যাক করেছে ফিলিস্তিন-পন্থী হ্যাকাররা। সাইবার প্রযুক্তি ও নিরাপত্তা কোম্পানি 'ফ্যালকন ফিডস ডট আইও' এক এক্স বার্তায় এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। এক্স বার্তায় বলা হয়েছে, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ইসরাইলের ৪৯টি কোম্পানির ওয়েবসাইট থেকে ব্যাপক আকারে তথ্য লঙ্ঘন ও ফাঁস হয়েছে। এসব কোম্পানির মধ্যে রয়েছে, ইসরায়েল ইনোভেশন অথরিটির ওয়েবসাইট। যারা মূলত দেশটির শিল্প উন্নয়ন ও গবেষণা নিয়ে কাজ করে থাকে। আরো রয়েছে দেশটির সাইবার নিরাপত্তা ভূ-গোয়েন্দা সংস্থা 'ম্যাক্স সিকিউরিটি।' এছাড়াও রয়েছে, সামাজিক কল্যাণ ও নিরাপত্তা মন্ত্রণালয়, আইকেইএ ইসরায়েল ও টয়োটা ইসরায়েলসহ আরো অনেক ওয়েবসাইট। প্রসঙ্গত, 'সাইবার তুফান' নামে একটি হ্যাকার গ্রুপ তেল আবিবের বিরুদ্ধে এই হ্যাকিং অপারেশনের দায়বদ্ধতা স্বীকার করেছে। উল্লেখ্য, গত নভেম্বর মাসে ইসরাইলের বিভিন্ন ওয়েবসাইট ও গণমাধ্যম গুলোর উপর সাইবার আক্রমণ চালিয়েছিল একই গ্রুপটি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

অভ্যন্তরীণ সংকটের মুখে ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলি গণমাধ্যমগুলো একটি রাজনৈতিক সংকটের কথা প্রকাশ করেছে, যা ইসরায়েলি সরকারকে নাড়া দিতে পারে। ডানপন্থী জাতীয় নিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন-গভির ইসরায়েলি নিরাপত্তা ব্যবস্থার কিছু কর্মকর্তার চাকরির মেয়াদ বাড়ানো এবং অন্যদের বরখাস্ত করার পরিকল্পনার কারণে এ সংকট তৈরি হয়েছে। লন্ডনভিত্তিক মিডল ইস্ট মনিটর বৃহস্পতিবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। হিব্রু ওয়েবসাইট স্রুগিমের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েলের মন্ত্রিপরিষদের সদস্য বেনি গ্যান্টজের নেতৃত্বে থাকা রাজনৈতিক দল একটি চুক্তি নিয়ে বুধবার সন্ধ্যায় প্রচারিত কিছু প্রতিবেদন অস্বীকার করেছে। প্রতিবেদনগুলো ছিল দেশটির পুলিশ প্রধান কোবি শাবতাইয়ের মেয়াদ বাড়ানো এবং জেল পরিষেবা কমিশনার কেটি পেরিকে বরখাস্ত করার বিষয়ে। অন্যদিকে স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, গ্যান্টজের দলের কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন, তাঁরা গাজায় ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলাকালীন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের প্রতিস্থাপনের অনুমতি দেবেন না। পাশাপাশি তাঁরা প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে বেন-গভিরের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কাজ করার দাবি জানিয়েছেন। জরুরি সরকার গঠন চুক্তির অধীনে সব রাজনৈতিক নিয়োগ বিলম্বিত এবং যুদ্ধের পর পর্যন্ত জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের তাদের পদে বহাল থাকার কথা রয়েছে।

কঙ্গোতে বন্যা ও ভূমিধসে ৪০ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: কঙ্গোর পূর্বাঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট বন্যা ও ভূমিধসে ৪০ জন নিহত হয়েছে। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার প্রবল বর্ষণের পর ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়ে দেশটি। বুকাভু অঞ্চলের এক প্রত্যক্ষদর্শীর বরাত দিয়ে সংবাদমাধ্যম রয়টার্স জানিয়েছে, স্থানীয় সময় বুধবার ওই এলাকায় বন্যায় ভেসে যাওয়া এক গাড়ির নিচ থেকে এক মহিলার মরদেহ উদ্ধার করেন উদ্ধার কর্মীরা। এ নিয়ে বন্যা ও ভূমিধসে বুকাভু এবং বুরিনি এলাকায় ৪০ জনের প্রাণহানির ঘটনা জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫০মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.০৬ মি.

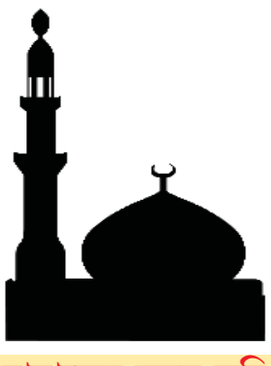

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫০	৬.১৬
যোহর	১১.৪৪	
আসর	৩.২৬	
মাগরিব	৫.০৬	
এশা	৬.২১	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৮	

৬.৩ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠলো জাপান

আপনজন ডেস্ক: জাপানের কুড়িল দ্বীপে ৬.৩ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। বৃহস্পতিবার (২৮ ডিসেম্বর) স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটের দিকে দ্বীপটিতে এই কম্পন অনুভূত হয় বলে দেশটির জাতীয় সেন্টার ফর সিসমোলজি (এনসিএস) জানিয়েছে। এনসিএস জানিয়েছে, ভূমিকম্পটির কেন্দ্রস্থল ছিলো ভূমি থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে। তবে ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

চিনের সঙ্গে তাইওয়ানের একত্রীকরণ অনিবার্য: জিনপিং

আপনজন ডেস্ক: আবারও চীনের সঙ্গে তাইওয়ানের একত্রীকরণ অনিবার্য বলে মন্তব্য করেছেন চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। আগামী মাসে চীনের স্বায়ত্তশাসিত এ অঞ্চলের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে। তার আগ দিয়ে মঙ্গলবার এমন মন্তব্য করলেন চীনা প্রেসিডেন্ট। মঙ্গলবার আধুনিক চীনের প্রতিষ্ঠাতা মাও সে-তুংয়ের ১৩০তম জন্মদিন উপলক্ষে ভাষণ দেন শি জিনপিং। সে সময় তিনি বলেন, মাতৃভূমির সঙ্গে তাইওয়ানকে পুনরায় এক করার প্রক্রিয়া শেষ করাটা চীনের সার্বিক উন্নয়নের অনিবার্য শর্ত। এটি ন্যায়নিষ্ঠ প্রক্রিয়া, যা জনগণ চায়। চীন ও তাইওয়ান অবশ্যই আবার এক হবে। চীনা প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, আমাদের অবশ্যই আন্তপ্রণালি সম্পর্ককে শান্তিপূর্ণ করার জন্য কাজ করতে হবে। যে কোনোভাবেই হোক, চীন থেকে তাইওয়ানকে বিচ্ছিন্ন করতে চাওয়া যে কাউকে প্রতিরোধ করতে হবে। তাইওয়ানের বিদায়ী প্রেসিডেন্ট সাই ইং ওয়েনকে যুক্তরাষ্ট্রঘেঁষা বলে মনে করা হয়। তার উত্তরসূরি হিসেবে ডেমোক্রেটিক প্রোগ্রেসিভ পার্টি থেকে এবার ভাইস প্রেসিডেন্ট লাই চিং তে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এখন পর্যন্ত এগিয়ে আছেন লাই চিং। নির্বাচনী লড়াইয়ে অপর দুই প্রার্থী হলেন কুয়োমিনতাং পার্টির হো ইয়ু ইহ ও তাইওয়ান পিপলস পার্টির কো ওয়েন জে। তাদের দুজনকেই বেইজিংঘনিষ্ঠ বলে বিবেচনা করা হয়।

যুদ্ধের প্রস্তুতি জোরদারের আহ্বান কিমের

আপনজন ডেস্ক: উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন তার দেশের সামরিক, যুদ্ধাস্ত্র এবং পারমাণবিক অস্ত্রের বিভাগকে যুদ্ধের প্রস্তুতি ত্বরান্বিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ পদক্ষেপকে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের 'নজিরবিহীন সংঘাতমূলক পদক্ষেপের পাল্টা ব্যবস্থা' হিসেবেই অভিহিত করেছেন। বৃহস্পতিবার দেশটির ক্ষমতাসীন ওয়ার্কার্স পার্টির এক বৈঠকে বক্তৃতার সময় এ নির্দেশ দেন কিম। বৈঠকে সামরিক বাহিনী, গোলাবারুদ শিল্প, পরমাণু প্রকল্প এবং বেসামরিক প্রতিরক্ষা প্রতিটি খাতকে যুদ্ধ বিষয়ক প্রস্তুতি বাড়ানোর নির্দেশ দেন তিনি। বৃহস্পতিবার উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম কোরিয়ান সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সি (কেসিএনএ) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। যদিও এই যুদ্ধের প্রস্তুতির বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানায়নি দেশটির রাষ্ট্রীয় গনমাধ্যমটি। বৈঠকে কিম বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর বিরোধী মনোভাব ও দ্বন্দ্বের কারণে উপদ্বীপটিতে সামরিক পরিস্থিতি দিন দিন "চরম" হয়ে উঠছে। এ সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া বিভিন্ন দেশের সমন্বয়ে একটি কৌশলগত জোট গঠনের আগ্রহ প্রকাশ করেন উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ এই নেতা। সম্ভাব্য সেই জোটের নাম 'সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জোট' দিতে চান তিনি। এই লক্ষ্যে রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক গভীর করছে উত্তর কোরিয়া এবং চলতি বছর মস্কো সফরে গিয়েছিলেন কিম জং উন।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৮ বর্ষ, ৩৫১ সংখ্যা, ১২ পৌষ ১৪৩০, ১৫ জমাদিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

‘সুষ্ঠু নির্বাচন’

যাহারা সত্য জানেন, তাহাদের যদি সত্য বলিবার অবস্থা বা পরিবেশ না থাকে, তাহা হইলে অধিক কথা না বলাই শ্রেয়। তাহারা এই ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘হৈমন্তী’ গল্প হইতে শিক্ষা লইতে পারেন। এই গল্পে হৈমন্তীর কোনো-এক দিদিমা শাশুড়ি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘নাতবউ, তোমার বয়স কত বলো তো।’ হৈমন্তী বলিল, ‘সতেরো।’ সেইকালে কনের বয়স সতেরো বছর হওয়াটা মানে সেই কনে আইবুড়ো। সেই কারণে অন্যদের নিকট হৈমন্তীর বয়স লুকাইতে তাহার শাশুড়ি বলিলেন, ‘তোমার বাবা যে বলিলেন, তোমার বয়স এগারো!’ হৈম চমকিয়া কহিল, ‘বাবা বলিয়াছেন? কখনো না।’ ইহা লইয়া বিস্তর ঝামেলা হইল। অতঃপর হৈমন্তীর বাবা আসিলে তাহার নিকট প্রশ্ন করিল, ‘কেহ যদি বয়স জিজ্ঞাসা করে কী বলিব?’ হৈমন্তীর বাবা বলিলেন, ‘মিথ্যা বলিবার দরকার নাই, তুমি বলিয়ো–আমি জানি না...।’ এইখানে হৈমন্তীর ‘বয়স’ হইল ‘নির্বাচন’–যাহা লইয়া সত্য উচ্চারণ করাটা তৃতীয় বিশ্বে সম্ভব নহে। আর সত্য উচ্চারণ করা সম্ভব নহে বিধায় হৈমন্তীর বাবার উপদেশ মতো বলিতে হয়–মিথ্যা বলিবার দরকার নাই, কথা বরং কম বলা ভালো। যেই সত্য আড়াল করিতে হইবে, সেই প্রসঙ্গে কথা বলাটাই বিপজ্জনক। কারণ, সুরা আল-বাকারায় ৪২ নম্বর আয়াতে বলা হইয়াছে–‘তোমরা সত্যকে মিথ্যের সঙ্গে মিশ্রিত করো না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করো না।’ দুঃখের বিষয় হইল, নির্বাচন প্রসঙ্গে প্রায়শই সত্যের সহিত মিথ্যা মিশ্রিত করা হইতেছে এবং অনেকেই জানিয়া শুনিয়া সত্য গোপন করিতেছেন। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে দশকের পর দশক ধরিয়া বেশ গালভরা একটি বুলি আওড়ানো হয় যে, ‘নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হইবে।’ কিন্তু বাস্তবতা হইল, নির্বাচনে কত ধরনের সহিংসতা হইতে পারে, তাহার যেন নূতন নূতন দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতে পাই। বিশ্বের স্বনামধন্য কিছু গবেষণা প্রতিষ্ঠান বলিতেছে, নির্বাচন কারচুপির মেকানিজমটা উন্নয়নশীল বিশ্বের কিছু দেশ খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে বহু দশক ধরিয়া। কিছুদিন পূর্বে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একটি উপজেলায় পৌর নির্বাচনের অনিয়ম লইয়া বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিস্তর সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সকল প্রকাশিত সংবাদে বলা হইয়াছিল, প্রশাসনের নাকের ডগায় সন্ত্রাসীরা গাড়ির বহর লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইলেও নির্বাচন আচরণবিধি বারবার লঙ্ঘন করা হইলেও প্রশাসন কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই। অথচ নির্বাচনকে সুষ্ঠু করিবার জন্য সকল পর্যায় হইতে ঘোষণা দেওয়া হইয়াছিল–‘যে কোনো মূল্যে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করা হইবে।’ স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন তোলা যায়–এই ধরনের ঘোষণা কি কেবল বাত-কা-বাত?

সুতরাং বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচনকে যখন বলা হয়, ‘সুষ্ঠু নির্বাচন’ হইয়াছে–তখন উহা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কী? এই চিত্র নূতন নহে–দশকের পর দশক ধরিয়া হইয়া আসিতেছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে। এই সকল দেশে কী ধরনের নির্বাচন হয়, তাহা মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব না হইলেও যাহারা স্থানীয় পর্যায়ে চোখ-কান খোলা রাখেন, যাহারা ভোটের সহিত যুক্ত কিংবা যাহারা বিভিন্ন দলের কর্মী–তাহারা সকলেই জানেন দশকের পর দশক ধরিয়া কী ধরনের এবং কেমনতর ‘সুষ্ঠু নির্বাচন’ হইয়া আসিতেছে। ইহার সহিত যখন আবেগের আতিশয্যে বলা হয়, অমুকের জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী, তমুকের জনপ্রিয়তার গভীরতা হার মানাইবে বঙ্গোপসাগরকেও, তখন তাহাদের কথা শুনিয়া ওয়াকিবহাল মহল মুখ টিপিয়া হাসিতে বাধ্য হন। কারণ, এই ধরনের আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তার কথা যাহারা বলেন তাহারা কখনো সঠিক ও সুষ্ঠু নির্বাচন দেখেন নাই বিধায় মনের মাধুরি মিশাইয়া কল্পবিলাসী কবির মতো নিজের লিডারকে অস্বাভাবিক বিশেষণে ভূষিত করিতে লজ্জা পান না।

অতএব এই সকল দেশে সঠিক নির্বাচনের কথা বলা উচিত নহে। এই বিষয়ে কথা না বলাই উত্তম। অবস্থা এমন হইয়াছে যে, ‘সুষ্ঠু নির্বাচনের’ কথা শুনিলেই অনেকের মনে ঢাকাইয়া কুট্টিদের কথাটি গুঞ্জরিত হয়–‘আস্তে কন হুজুর, হুনলে ঘোড়ায় ভি হাসব!’ যেই কথা শুনিয়া ঘোড়াও হাসিবে, সেই কথা বলিবার দরকার কী?

এদের সন্ত্রাসবাদী বলবেন না বা ভগৎ সিং-ও বানিয়ে ফেলবেন না

১৩ ডিসেম্বর সংসদে লাফিয়ে পড়ে যুবাদের প্রতিবাদ নিঃসন্দেহে একটি গুরুতর ঘটনা। এ ধরনের ঘটনা আমাদের কাছে গুরুত্বের, গভীর চিন্তার ও তদন্তের দাবি রাখে। কিন্তু এই ঘটনার পরে মিডিয়া একে অপরাধ রহস্যের কিনারা করার গোয়েন্দা তদন্তের মত করে বদলে দিচ্ছে। কী ঘটেছে এবং কীভাবে ঘটেছে তা নিয়ে আমরা সবাই আগ্রহী, তবে কেন ঘটেছে তা গভীরভাবে অনুসন্ধান করতে আমরা প্রস্তুত নই। লিখেছেন **যোগেন্দ্র যাদব**।

১৩ ডিসেম্বর সংসদে লাফিয়ে পড়ে যুবাদের প্রতিবাদ নিঃসন্দেহে একটি গুরুতর ঘটনা। এ ধরনের ঘটনা আমাদের কাছে গুরুত্বের, গভীর চিন্তার ও তদন্তের দাবি রাখে। কিন্তু এই ঘটনার পরে মিডিয়া একে অপরাধ রহস্যের কিনারা করার গোয়েন্দা তদন্তের মত করে বদলে দিচ্ছে। কী ঘটেছে এবং কীভাবে ঘটেছে তা নিয়ে আমরা সবাই আগ্রহী, তবে কেন ঘটেছে তা গভীরভাবে অনুসন্ধান করতে আমরা প্রস্তুত নই। টিভি চ্যানেলগুলো দেশকে ‘মারো ধরো’ধরণের উন্মাদনার ভিড়ে পরিণত করতে চায়। সরকার ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলো নিজেদের দুর্বলতা ঢাকতে চায়। বিরোধীরা এই অজুহাতে সরকারকে কোণঠাসা করতে চায়।

কেউ গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে চায় না। সর্বোপরি, সংসদে লাফিয়ে পড়া এই তরুণরা কারা? কোন সমস্যা তারা তুলে ধরতে চেয়েছিল? কেন এমন ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে গেল তারা? গণতন্ত্রে আওয়াজ তোলার অন্য সব উপায়ে কেন তাদের আস্থা ছিল না? এসব প্রশ্নের মুখোমুখি না হলে আমরা সংসদ ভবনকে নিরাপদ করতে পারি ঠিকই, কিন্তু দেশের ভবিষ্যৎ নিরাপদ করতে পারি না।

এখনও পর্যন্ত পুলিশ এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত যে ছ জনকে গ্রেপ্তার করেছে, স্পষ্টতই তারা কেউই পেশাদার অপরাধী বা গুন্ডা নয়। দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা প্রত্যেকেই সাধারণ নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছে। এই অস্থিরতার জন্যে তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক হতাশা তো বটেই, তার সাথে ব্যক্তিগত নিরাশাও কাজ করেছে। এর আগে তাদের কারও কোনও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার নজীর নেই।

এটাও স্পষ্ট যে সংসদে ঢুকে হিংসা বা ক্ষতি করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। লুকিয়ে রং ধোঁয়ার বদলে তারা আরও মারাত্মক কিছু নিয়েও ঢুকতে পারত। তারা তা করেনি। সংসদে ঢোকার পর কাউকে আক্রমণ করেনি, নিজেরা মার খেয়েছে কিন্তু পাল্টা জবাব দেয়নি। পুলিশি তদন্ত বলছে যে আগে তারা সংসদের মধ্যে আত্মাহুতি দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল, যা তারা বাতিল করা দেয়। তারা সঙ্গে করে “নিখোঁজ প্রধানমন্ত্রী” লেখা পোস্টারও নিয়ে এসেছিল, যা বিতরণ করতে পারেনি। ঘটনা যাই হোক, তারা সন্ত্রাস করতে চায়নি। তাদের সন্ত্রাসবাদী বলা যাবে না। সংসদে বা সংসদের বাইরে ধরা পড়লে তাদের কী অবস্থা হবে, তা অজানা থাকার মত বোকা এই যুবারা নয়। তাদের ওপর অত্যাচার হবে, পরিবারের সদস্যদের ওপর অত্যাচার করা হবে, দীর্ঘদিন জেল খাটতে হবে কিংবা এর চেয়েও বড়ো কোনও শাস্তি হতে পারে, নিশ্চয় করে এগুলো জেনেই তারা এসেছিল। আঙুল কেটে শহিদ হওয়ার চমক দিয়ে এবং তার ভিত্তিতে রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কোনও সন্ত্রাসবাদী বা বিশ্বাসঘাতকের হতে পারে না। তাই বলে এদের ভগৎ সিং বা বটুকেশ্বর দত্তের সঙ্গে এক সারিতে রাখা যাবে না। শুধুমাত্র সেন্ট্রাল অ্যাসেম্বলীতে বোমা ছুঁড়ে ও প্রচারপত্র বিলি করেই ভগৎ সিং শহিদশ্রেষ্ঠ হয়ে যাননি। তার বিপ্লবী অতীত ছিল, চিন্তার গভীরতা ছিল এবং ফাঁসির মঞ্চে যাওয়া অবধি তিনি ছিলেন ত্যাগ ও সংকল্পে অবিচল। এই তরুণদের সম্পর্কে এখনই তা বলা যাবে না। তবে এতটুকু বলা যায় যে তাদের কোনও সন্দেহ নেই যে বেকারত্ব শুধুমাত্র ঐ তরুণদের বা দেশের এক ছোট খাটো জনসংখ্যার সমস্যা। এটিই আজ দেশের যুব সমাজের সবচেয়ে বড়ো সংকট, দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে সবচেয়ে বড়ো প্রশ্নচিহ্ন। তা ছাড়া এই তরুণরা মণিপুরের ইস্যু তুলেছে, নারী কুস্তিগীরদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের কথা বলেছে এবং স্বৈরাচারের বিরুদ্ধেও স্লোগান দিয়েছে।

স্পষ্টতই ওরা মনে করেছে নিঃশব্দে স্বৈরাচার দেশে এত গড়ার মতো ঘটনা বলে ওদের ঘটনাটা মনে হয় না। অন্তত নিজেদের চোখে তারা সবাই দেশের স্বার্থে এক বৃহৎ উদ্দেশ্যে নিজেদের উৎসর্গ করেছিল।

সাগর শর্মার ডায়েরিতে লেখা লাইনগুলি থেকে তাঁর চিন্তাভাবনা অনুমান করা যায়: “এমনটা নয় যে সংগ্রামের পথ আমার পক্ষে সহজ ছিল। আমি ৫ বছর ধরে প্রতি মুহূর্তে অপেক্ষা করেছি যে এক দিন আসবে যখন আমি আমার দায়িত্ব পালন করব। আমি এগিয়ে যাবো। যে ছিনিয়ে নিতে জানে সে দুনিয়ার সবচেয়ে ক্ষমতাধর নয়। সবচেয়ে শক্তিশালী সে যে সব সুখ ত্যাগ করার ক্ষমতা রাখে।” এমন ভাষা কর্মকাণ্ডকে অপরাধ বা সন্ত্রাসবাদের চোখে না দেখে রাজনৈতিক প্রতিবাদের চোখে দেখা উচিত। আমরা ওদের পদ্ধতির সঙ্গে একমত না হতে পারি। এটা ঠিক সংসদের ভেতর লাফিয়ে পড়ে কার্যক্রম ব্যহত করাকে মহিমান্বিত করা যায় না। তবে অবশ্যই আমাদের দায়িত্ব এই প্রতিরোধের কণ্ঠকে অপরাধ, সন্ত্রাস বা রাষ্ট্রদ্রোহিতার বলে এড়িয়ে না গিয়ে, অবশ্যই তাঁরা কী বলতে চায় তার দিকে নজর দেওয়া।

তাদের বার্তা সহজেই বুঝতে পারা যাচ্ছে। এটা পরিস্কার যে বেকারত্বের প্রশ্নকে তারা সারা দেশের নজরে আনতে চেয়েছে। মাত্রায় ছড়িয়ে পড়েছে যে সাধারণ গণতান্ত্রিক উপায়ে এই প্রশ্নগুলি তোলার মত কোনও জায়গা অবশিষ্ট নেই। তারা নিশ্চয়ই এটাও বুঝতে পেরেছিল যে, গণমাধ্যমের সাহায্যে বা গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের মাধ্যমে তাদের আওয়াজ তুলে কোনও লাভ নেই। ওদের এই মূল্যায়ন ভুল হতে পারে। কিন্তু আদর্শবাদী, চিন্তাশীল ও নির্ভীক যুব সমাজের একটা ছোট অংশও যদি এমনভাবে চিন্তা করে, তবে তা গোটা দেশের জন্যই বিপদের ইঙ্গিত। ইতিহাস সাক্ষী যে, এ ধরনের কণ্ঠকে উপেক্ষা করলে তার ফল ভাল হয় না।

অনুবাদ: শুভম সেনগুপ্ত

কেউ গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে চায় না। সর্বোপরি, সংসদে লাফিয়ে পড়া এই তরুণরা কারা? কোন সমস্যা তারা তুলে ধরতে চেয়েছিল? কেন এমন ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে গেল তারা? গণতন্ত্রে আওয়াজ তোলার অন্য সব উপায়ে কেন তাদের আস্থা ছিল না? এসব প্রশ্নের মুখোমুখি না হলে আমরা সংসদ ভবনকে নিরাপদ করতে পারি ঠিকই, কিন্তু দেশের ভবিষ্যৎ নিরাপদ করতে পারি না।

আপন কণ্ঠ

সংখ্যালঘু মানোন্নয়নে চাই আরও ইংলিশ স্কুল, কোচিং সেন্টার সহ সম্মিলিত প্রয়াস

বাংলায় সংখ্যালঘু পরিচালিত মিশনগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে যে বিপ্লব এনেছে, তা খুবই প্রশংসনীয়। পিছিয়ে-পড়া এই সমাজ থেকে আজ অনেক ডাক্তার,ইঞ্জিনিয়ার উঠে এসেছে ঠিক কথা , কিন্তু সমাজের বর্তমান দাবি - আই এ এস, আই পি এস, ডাব্লিউ বি সি এস, অন্যান্য অফিসার, দক্ষ আইনজীবী ও জার্নালিস্ট প্রভৃতি। উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণকারী বাংলা মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের অনেক কে বলতে শুনেছি, ‘আমরা ইংলিশে অপেক্ষাকৃত দুর্বল হওয়ায় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে একটু-আধটু অস্বস্তিবোধ করি।’ তাই, এইসব বাংলা মাধ্যমের মেধাবীদের এই “অস্বস্তিবোধ” এর বিষয়টি মিশনারি শিক্ষা আন্দোলনের কান্ডারীদের ও অন্যান্য দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষানুরাগীদের এখন থেকেই ভাবার অনুরোধ জানাই। দিকে দিকে গড়ে তুলুন ইসলামের নৈতিক চেতনার সাহচর্যে উপযুক্ত ফ্যাকাল্টি ও পরিকাঠামো সহ ‘ইংলিশ মিডিয়াম’ আবাসিক ও অনাবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রের উপযোগী কোচিং সেন্টার। তবে, আপনাদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছানো প্রত্যন্ত গ্রাম-বাংলার সত্যিকারের দরিদ্র-মেধাবীদের অর্থাভাবে যাতে কোনোভাবে ফিরে আসতে না হয় ,সে ব্যাপারে আরও আন্তরিক হওয়ার অনুরোধ রইল। প্রয়োজনে ওয়াকফ সম্পত্তি ও সংখ্যালঘুদের কল্যাণার্থে নির্মিত ও পরিচালিত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাগুলিকে কাজে লাগানোর উদ্যোগ নেওয়া হোক। অভিভাবকদেরও অনুরোধ করব, বস্তুগত সম্পদ বৃদ্ধির পাশাপাশি সন্তানদের কোয়ালিটি এডুকেশন দিতে আরও বেশি মনোযোগী হোন। এতে মোটেও কার্পণ্য করবেন না। সেই সাথে, শিক্ষা ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বর্তমান ও অবসরপ্রাপ্ত গুণী মানুষদের কাছে আর্জি, আপনারা যে-যেখানে যেমনভাবে পারেন আপনাদের সময়,মেধা, ভাবনা এবং অভিজ্ঞতাকে প্রয়োজনে বিনা পারিশ্রমিকে সমাজ বদলানোর আন্দোলনে নিয়োজিত করুন। যা একপ্রকার “সাদকায়ে জারিয়া” হিসেবে গণ্য হবে। এভাবেই সম্মিলিত প্রয়াসে শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নতির শিখরে পৌঁছাক বাংলা তথা ভারতের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মেধাবী সন্তানেরা।

যদিও, বাংলা মাধ্যমের কোয়ালিটি সম্পন্ন মেধাবীরাও যথেষ্ঠ পারদর্শী। তবে, কোয়ালিটি সম্পন্ন ইংলিশ মিডিয়ামের মেধাবী পড়ুয়ারা যে উচ্চশিক্ষায় আরও বেশি অ্যাডভান্টেজ পায়, একথা অভিজ্ঞতালব্ধ ও সন্দেহাতীত সত্য। আজ তথাকথিত শিক্ষিত পড়ুয়াদের ভিড় চারিদিকে, কিন্তু তাদের মধ্যে কোয়ালিটি এডুকেশনের বড্ড অভাব। আর, কোয়ালিটি এডুকেশনই সমাজ বদলানোর অন্যতম হাতিয়ার।

সেখ জাহির আব্বাস

শক্তিগড়, পূর্ব-বর্ধমান

গ্রাম-বাংলার মাঠ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে ক্রিকেট

সনাতন পাল

ইংল্যান্ডে প্রথম ক্রিকেট খেলা শুরু হয়। এই খেলা ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দের দিকে ইংল্যান্ডে জনপ্রিয়তা লাভ করে। আমাদের দেশে ইংল্যান্ডের হাত ধরেই ক্রিকেটের সূচনা হয়। একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। বর্তমানে ভারতে যে ক্রিকেট বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে সে কথাও আর বলার অপেক্ষা রাখে না। যাঁর হাত ধরে এই উপমহাদেশে ক্রিকেটের বিস্তার ঘটেছে তিনি আর কেউ নন- তিনি হলেন বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের পিতামহ এবং প্রথম স্বদেশী ক্রিকেট সংগঠক, সারদা রঞ্জন রায় চৌধুরী। সারদা রঞ্জনের হাত ধরেই অবিভক্ত বাংলায় ক্রিকেটের ব্যপ্তি ঘটেছে। তারপর থেকে ধীরে ধীরে গ্রাম বাংলায় ক্রিকেটের প্রচলন শুরু হয়। এখন প্রায় ঘরে ঘরেই ক্রিকেট সমন্ধে মানুষ জানেন এবং ছেলেরা ক্রিকেট খেলে।

একটা সময় ছিল যখন বাংলার শহর থেকে গঞ্জ এবং সেখান থেকে গন্ড-গ্রাম- সবখানে বিকেল হলেই ছেলেরা ব্যাট আর বল নিয়ে দল বেঁধে মাঠে ক্রিকেট খেলতে যেত। হেমন্তের শেষে কিংবা পৌষের রাত এলেই শুরু হতো দিবারাত্রি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। হ্যালোজেন লাইটের আলো কুয়াশাকে ভেদ করত। যেমন ছক্কা মারতে অসুবিধে হয়নি, তেমনি ক্যাচ ধরতেও খুব একটা সমস্যা হয়নি। সে সব আজ ইতিহাস হতে বসেছে। এখন অদ্ভুত ভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, আগের থেকে বাংলার বড় থেকে ছোটো মাঠে ক্রিকেট খেলার চল অনেকটাই কমে গেছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত টি ভি তে অনেকেই ক্রিকেট খেলা দেখতে ভিড় করত। এখন অনেকেরই চোখ স্মার্ট ফোনের স্কিনে। এমন কি ভারত হারলেও সে বিতর্কের ঝড় ওঠে সোস্যাল মিডিয়াতে।

সারা উত্তরবঙ্গ এমন কি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গেই ছবিটা এক। কিন্তু কোনো জেলাতেই আগের মত ছেলেদের মধ্যে ক্রিকেট খেলার সেই চল নেই। এমন কি ক্লাব গুলিও আর তেমন ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজন করে না। পুজোর সময় সরকারি টাকা পায়। সেই টাকাতেই ঘটা করে আমোদ প্রমোদে ব্যস্ত থাকে। একথার সত্যতা যাচাই করতে খেলার মাঠ গুলির দিকে লক্ষ করলেই বোঝা যায়। তবে সারা উত্তরবঙ্গে জুয়া খেলা, সাট্টার টিকিট কাটা এসব এখন অনেকটাই বেড়েছে। কিন্তু

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, কেন গ্রামবাংলার মাঠ থেকে এমন ভাবে ক্রিকেট উধাও হয়ে যাচ্ছে ? কি সেই কারণ? যার কারণে জুয়া বাড়ল আর ক্রিকেট কমল! মানুষের খাদ্য সংকটই কি এর কারণ? নাকি ভিন্ন কোনো কারণ আছে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে একটু ভাবতে হবে।

একটা বড় অংশের শিশু থেকে কৈশোর, তারা যে বয়সে খেলবে সেই বয়সে পেটের খাবার জোগাড় করতে সকাল থেকে সন্ধ্যা হন্যে হয়ে চরকির মত পাক খাচ্ছে। আর একটা অংশের অভিভাবকগণের হয়তো মনে হয়েছে যে খেলে ভবিষ্যত গড়া যাবে না। কেউ বলছেন- সারাদিন পড়তে হবে, রেজাল্ট ভালো না হলে কিছু হবে না। কেউ বলছেন -” খেলে কি হবে ! রোজগারের কথা ভাবতে হবে।” অনেকের আবার একাধিক প্রাইভেট টিউটার। তাদের যেমন খেলার সময় নেই তেমনি স্কুলে যাবারও সময় নেই। এমন কি শান্তিতে খাবার সময়টুকু পর্যন্ত নেই। সকাল হলেই শুরু হয়ে যায় একটার পর একটা প্রাইভেট টিউশন। সব সময় একে অপরকে মারিয়ে যাবার প্রতিযোগিতা। এমন প্রতিযোগিতার মনোভাব বাবা- মায়েরাই তৈরী করে দেন। সে না হয় বোঝা গেল যে বাবা- মায়েরা সন্তানের মঙ্গল কামনাতেই এমনটা করছেন। কিন্তু কোনো বাবা-মা তো তার সন্তান কে সাট্টার টিকিট কাটা কিংবা জুয়া খেলতে বলেন নি, তাহলে একটা অংশের ছেলেরা এমন কাজে নিজেকে যুক্ত করছে কেন? কোন্ ভাবনা তাদেরকে গ্রাস করেছে? পরিশ্রম না করে উপার্জনের ভাবনা? নাকি এর পেছনে অন্য কোনো রসায়ন আছে? আবার অনেকেই এখন মোবাইলের প্রতি আসক্তি বেড়েছে। খেলতে না গিয়ে সেই সময়ে সোস্যাল মিডিয়াতে দিব্যি সময় কাটাচ্ছে। ইউটিউব দেখছে। গ্রাম থেকে শহর শিশু থেকে বৃদ্ধ, বেশির ভাগকে এখন সোস্যাল মিডিয়া গ্রাস করেছে। নানা রকম অ্যাপসের মাধ্যমে এখন ছেলেদের আফিমের নেশার মত আসক্ত করে রাখছে। চিন্তা এবং চেতনার অভিমুখ ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

এই ভাবে বাংলার বহু মানব সম্পদ হারিয়ে যাচ্ছে অন্ধকার কোনো এক অজানা গহ্বরে। বিবেকানন্দ বলতেন গীতা পাঠের চেয়ে শরীর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। স্বামীজির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি যে,ক্ষুধা কি ! পেটে যখন ক্ষুধা লাগে তখন খেলার চেয়ে খাবারের গুরুত্বই অনেক বেশি মনে হয়েছে। আর গীতা পাঠ! সেটা ক্ষুধার পেটে কখনও মনেই আসেনি। যখন পেটে ক্ষুধা ছিল না তখন গীতা পাঠের কথা মনে আসাতে জানার জন্য কিছুটা পড়েছি।

ক্রিকেট কে বাঁচাতে গেলে সবার প্রথমে দরকার ছেলে পুলেদের মুক্ত জীবন ধারণ করতে দেওয়া। শিশু কৈশোরদের খেলার জন্য নির্দিষ্ট সময় দেওয়া দরকার। সকলের খাবারের অভাব দূর করা। শিশু শ্রমিকের জন্ম হওয়া বন্ধ করা বিশেষ ভাবে জরুরি। কিন্তু সরকার বাহাদুরের কি সেই রূপ কোনো ভাবনা রয়েছে? যদি থাকে,তাহলে সেটার কার্যকরীতা কোথায়? আচারের তেলে মুড়ি মেখে জনগণের টাকা খরচ করে বিজ্ঞাপনকে ভর করে যদি কোনো সরকার বাঁচে তাহলে সেখানে খুব বেশি কিছু সেই সরকারের কাছে আশা করা যায় না। তবুও সরকার পড়ে যায় না,কারণ মানুষ তাদেরকেই ভোট দেন। এক্ষেত্রে শুধু মানুষকেই অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায় না,কারণ তাঁরা বিকল্প খুঁজে পেতে ব্যর্থ হন। তাই হাল্কা ভাবে নয়,সমস্যার গভীরে গিয়ে সমাধানের পরিকল্পনা গ্রহণ করে তাকে কার্যকরী করতে না পারলে সমস্যা- সমস্যাই থেকে যাবে এবং সমস্ত আলোচনাই মূল্যহীন হয়ে যাবে। গ্রামবাংলার মাঠ থেকে ক্রিকেট হারিয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে - শৈশব হারিয়ে যাওয়া। তাই শৈশব যাতে হারিয়ে না যায়,তার জন্য সামগ্রিক প্রয়াস দরকার।

প্রথম নজর

জাতি ভিত্তিক জনগণনার দাবিতে ইসলামপুরে মিছিল

বিশেষ প্রতিবেদক ● ইসলামপুর

আপনজন: বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদ জেলার ইসলামপুরে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রকাশ্য সভা করলো সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়া। দেশে বর্ণবাদী আধিপত্য, শোষণ এবং যাবতীয় অধিকার কুক্ষিগতকরণের অবসান ঘটাতে, জাতি ভিত্তিক জনগণনা এবং তার সমীক্ষা রিপোর্টের ভিত্তিতে সমস্ত জাতিকে ক্ষমতার -বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে যাবতীয় সরকারী ও বেসরকারী সুযোগ-সুবিধা প্রদানের দাবিতে এই মিছিল ও প্রকাশ্য সভা বলেন এসডিপিআই-এর রাজ্য সহ সভাপতি মুহাম্মদ সাহাবুদ্দিন। এদিন ইসলামপুরের নেতাজি পার্ক থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল হাসপাতাল মোড় ঘুরে বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছায়। বাসস্ট্যান্ড প্রাঙ্গণে প্রকাশ্য সভা অনুষ্ঠিত হয় এসডিপিআই-এর। সভায় উপস্থিত ছিলেন এসডিপিআই-এর রাজ্য সভাপতি তায়েদুল ইসলাম, সহ-সভাপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন, এনডিপিআই - এর রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সঞ্চয় সরকার, রানিনগর এক এর ব্লক সভাপতি আবদুল লতিফ, রানীনগর বিধানসভার সভাপতি সেখ মহম্মদ, দক্ষিন মুর্শিদাবাদ জেলার সাধারণ সম্পাদক মাসাদুল হক প্রমুখ। রাজ্য সভাপতি তায়েদুল ইসলাম সারা দেশে জাতি ভিত্তিক জনগণনার প্রয়োজনীয়তা কেন তা ব্যাখ্যা করেন। বলেন-বর্ণবাদী দল গুলি জাতি ভিত্তিক জনগণনা এড়িয়ে গিয়ে একচেটিয়া বর্ণবাদী শোষণ চালিয়ে আসছে। এর বিকল্প হিসেবে বঞ্চিত সমাজের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতার প্রয়োগ প্রদান প্রযোজন। সঞ্চয় সরকার বলেন পিছিয়েপড়া জাতি ক্ষমতায় না আসলে দেশ উন্নতি হতে পারে না। এছাড়াও সংসদে ১৪৬ জন সাংসদকে বহিষ্কার করা নিয়েও তীব্র প্রতিবাদ করা হয় উক্ত সভায়।

আলোর দিশার রক্তদান শিবির রিপন স্ট্রিটে

আপনজন ডেস্ক: আলোর দিশা সোস্যাল ওয়েলফ্যায়ার ফাউন্ডেশন ও কাদেরী টাইমস পত্রিকার উদ্যোগে বুধবার হজরত সৈয়দ গোলাম মোস্তফা পাবলিক ইস্কুল রিপন স্ট্রিটের কলকাতায় একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও স্বাস্থ্য শিবিরের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চৌরঙ্গির বিধায়ক নয়না বন্দোপাধ্যায়, । প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সানা আহমেদ (কাউন্সিলর, বরো ৬-চেয়ারম্যান কলকাতা কর্পোরেশন)। সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব পীরজাদা হজরত মাওলানা অধ্যাপক ড. সৈয়দ মুস্তাফা মুরশেদ জামাল শাহ্ আল-কাদেরী (মৌলানা আজাদ কলেজ আরবি বিভাগীয় প্রধান), ওয়ায়েজুল হক (বঙ্গীয় সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সভাপতি), মহঃএহতেসামুল হক সিদ্দিকি (তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সহ সাধারণ সম্পাদক),

পীরজাদা সৈয়দ মাওলানা আলহাজ তাফহীমুল ইসলাম কাদিরি (সম্পাদক সারা বাংলা আহলে সুন্নাত হানাফী জামাত), মাওলনা সাব্বির আলী মিসবাহি (পেশ এমাম রয়েড স্ট্রিট জামা মসজিদ), সৈয়দ নাসিরুল হোসেন (আইনজীবী), প্রতীক মজুমদার (আইনজীবী), সেখ সারফুদ্দিন (খিদিরপুর লোকাল পিপিল অর্গ্যানাইজেশন চেয়ারম্যান), সমাজসেবী সৈয়দ মহঃ আহমেদ প্রমুখ।

সংস্থার সম্পাদক জনাব সৈয়দ মিনহাজ হুসেইন কাদেরী আল-হুসেইনী রক্তদান শিবিরে বিশ্ব শান্তির কথা তুলে ধরে সম্প্রীতির আহ্বান জানান।

অতিরিক্ত ভর্তি ফি-র বিরুদ্ধে স্কুলের সামনে বিক্ষোভ

বিশেষ প্রতিবেদক ● কাকদ্বীপ

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপ বিধানসভার নামখানা নারায়ণ বিদ্যামন্দিরে স্কুলে ভর্তি হতে গেলে অতিরিক্ত টাকা দিতে হবে না হলে স্কুলে ভর্তি হতে পারবে না চার্জারে বিক্ষোভ দেখায় স্কুল পড়ুয়াসহ অভিভাবক অভিভাবিকাররা স্কুলের সম্মুখীন, মূলত জানা গেছে স্কুলে ভর্তি হতে গেলে অভিভাবকদের আনুমানিক ১১০০ টাকা দিতে হবে, না দিতে পারলে তুলে ভর্তি নিচ্ছে না বলে অভিযোগ তুলেছে অভিভাবক সহ অভিভাবিকা। এছাড়াও অভিভাবক অভিভাবিকা দের অভিযোগ তুলে যারা অস্থায়ী শিক্ষকের কাছে পড়াশোনা করে পরীক্ষা আগেই পড়াশোনা করার ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে প্রশ্ন পেপার তুলে দিচ্ছে ওই অস্থায়ী শিক্ষকরা, চার্জারে আজ স্কুলের সম্মুখনা সামনে স্কুল পড়ুয়াসহ অভিভাবক অভিভাবকেরা বিক্ষোভ দেখায় তবে এই বিষয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক তমাল কান্তি জানা জানান স্কুলের অভিভাবক অভিভাবিকা সবাইকে নিয়ে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।

তিনি আরো জানান স্কুলের যারা অস্থায়ী শিক্ষক রয়েছে তাদের বেতনও এই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে নিয়ে স্কুল চালাতে হচ্ছে। না হলে স্কুল বন্ধ করে দিতে হবে বলে তিনি জানান। তিনি আরো বলেন, তার স্কুলের যে অস্থায়ী শিক্ষক যে কেলোকিতি করছে এই বিষয়টি তেনার কানে এসেছে তিনি বিগত দিনে এই বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করবেন বলে জানিয়েছেন, তবে স্কুল স্কুল কর্তৃপক্ষ অভিভাবক অভিভাবকের কথা মান্যতা রেখে ইতিমধ্যে স্কুলের নতুন ভর্তি হওয়া আপাতত বন্ধ করে দেয়।

'দ্য ডোমকল কলিং'-এর অনুষ্ঠানে মন্তব্য খাজিমের

কর্পোরেট সেক্টরের যোগসাজশে রাষ্ট্রশক্তি এখন সাম্প্রদায়িক ভূমিকায়

বিশেষ প্রতিবেদক ● ডোমকল

আপনজন: বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদের ডোমকল বাজার ব্যবসায়ী সমিতি হলে অনুষ্ঠিত হল একটি মনোগ্রাহী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রকাশিত হল এম এ ওহাব সম্পাদিত 'দ্য ডোমকল কলিং' পত্রিকা একাদশ-দ্বাদশ সংখ্যা। অনুষ্ঠানে সভামুখ্যর আসন অলংকৃত করেন শিক্ষাব্রতী ও সাহিত্যিক সামশুল আলম। শুরুতেই উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন শান মিস্ত্রী। স্বাগত ভাষণে পত্রিকার সম্পাদক এম এ ওহাব। এদিন দ্য ডোমকল কলিং পত্রিকার পক্ষ থেকে সংবর্ধিত হলেন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক খাজিম আহমেদ।সম্পাদক এম এ ওহাব বলেন, "জেলা এবং জেলার বাইরে 'দ্য ডোমকল কলিং' পত্রিকাকে প্রায় সকলে চেনে এবং ডোমকল সাহিত্যের প্রতিনিধিত্বকারী একটি পত্রিকা বলেই জানেন– এই বার্তা খুবই আনন্দের ও গর্বের।" এই অনুষ্ঠানে 'এম সদর আলী স্মৃতি সম্মান ২০২৩' প্রদান করা হয় বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও ইতিহাসবেত্তা খাজিম আহমেদকে। সম্মাননা স্মারক তুলে দেন প্রয়াত এম সদর আলীর একমাত্র কন্যা সাবানা সুলতানা। সংবর্ধনা পত্র পাঠ করেন সাইদুল ইসলাম এবং তা তুলে দেন প্রাবন্ধিক খাজিম আহমেদের হাতে। 'ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিমদের অবস্থান: একটি আত্মসমীক্ষা' শীর্ষক একটি

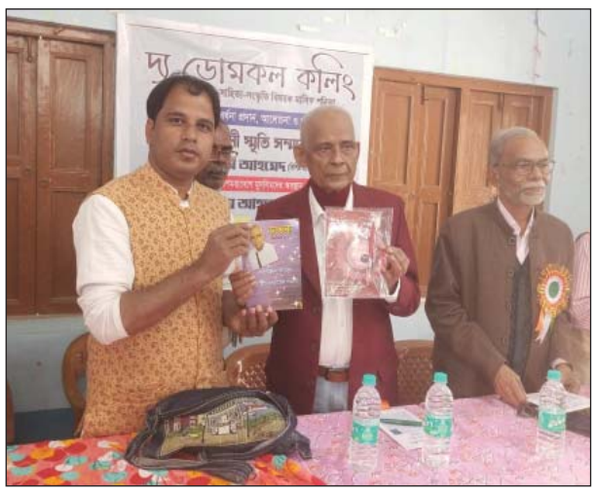

মনোজ্ঞ আলোচনা করেন প্রাবন্ধিক ও ইতিহাসবেত্তা খাজিম আহমেদ। আলোচনায় খাজিম আহমেদ বলেন, দেশে ভয়ানক রাষ্ট্রিক সর্বগ্রাসিতা চলছে। চূড়ান্ত ধর্মীয় মেরুকরণ হচ্ছে। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, দেশে সংখ্যালঘুরা আঠারো শতাংশ হলেও তারা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে না। সেটা সামাজিক দুর্ভাগ্য মুসলিম সমাজের। খাজিম অভিযোগ করেন, রাষ্ট্রীয় মদতে সংখ্যালঘুদের হেয় করা হচ্ছে, চূড়ান্ত উত্তেজিত করছে, বিস্ফোরক মন্তব্য করছে তাদের নিয়ে।

খাজিম আহমেদ বলেন, এখন রাষ্ট্রীয় শক্তি সাম্প্রদায়িক ভূমিকায় আর তাকে সাহায্য করছে কর্পোরেট সেক্টর। এই কর্পোরেট কম্যুনাল নেক্সাস এখন দশের জন্য বিপদ বলে মন্তব্য করেন খাজিম আহমেদ।

এছাড়া আলোচনায় ভারতীয়দের অনেক ঐতিহ্য ও সমন্বয়ের কথা উঠে এসেছে।

দ্য কলিং পত্রিকার পক্ষ থেকে পত্রিকার নামকরণ সম্পর্কে আলোচনা করেন সাহিত্যিক সিরাজুল ইসলাম। কবিতা পাঠ করেন জেলার বিশিষ্ট কবিগণ। অরূপ চন্দ্র, এম নাজিম, নিখিল কুমার সরকার, সাইদুল ইসলাম, অমল কুমার সাহা, তাপসী ভট্টাচার্য, সুপ্রীতি বিশ্বাস, মুকলেসুর রহমান, ফৌজিয়া বৈশালী সুলতানা প্রমুখ। আবৃত্তি করেন আশুয়ারা বিশ্বাস, নাজমুননাহার খাতুন প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক ইসা আনসারি।

জলদস্যুদের তাড়া করে ধরল সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● সুন্দরবন

আপনজন: জীবন উপেক্ষা করে খোদ রয়্যাল বেঙ্গলের ডেরায় নেমে প্রায় ২ কিলোমিটার তাড়া করে একটি ট্রলার সহ ৬ জন বাংলাদেশী জলদস্যুকে গ্রেপ্তার করলো সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ।ধৃতরা হল বাবলু,মোহাম্মদ রাজু সর্দার,ইসরাত খান,শেখ রাসেল,মোহাম্মদ আলি শিকারী,মোহাম্মদ ইলিয়াছ। ধৃতদের বাড়ি বাংলাদেশের বাগেরহাট জেলার রামপাল থানার অধিনস্ত কামরাঙ্গা,ঘোঁঘোনিয়া,বাস্তলী মুজিবনগর ও শ্রীফলটোলা গ্রামে। জানা গিয়েছে বুধবার সুন্দরবনের ন্যাশানাল ইষ্ট পার্ক রেঞ্জের বাগমারা-৪ খাল সংলগ্ন সুন্দরবনে ন্যাশানাল ইষ্ট পার্ক রেঞ্জের রেঞ্জার স্বপন কুমার মাঝি ও ট্রেনি রেঞ্জার নবকুমার সাউ এর নেতৃত্বে অরণ্যসাথী সুকুমার মন্ডল,প্রশান্ত দাস,আশরাফ মোল্লা সহ তারক গায়েনদের ৬ সদস্যের একটি দল নদীবক্ষে নজরদারী করছিলেন।দূরে কিছু একটা দেখে সন্দেহ হয়। সেই সময় তাঁরা দূরবীন দিয়ে দেখতে পায় বাগমারা-৪ কম্পার্টমেন্টের বাগমারা খাল সংলগ্ন সুন্দরবন জঙ্গল এলাকায় দুজন ব্যক্তি ট্রলার থেকে নেমে সুন্দরবনের গহীণ জঙ্গলে যাচ্ছে।এমনটা দেখার পর আর এক মুহূর্ত দেরী করেননি সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ এর ওই দল। তাঁরা স্পীডবোটে চেপে তড়িঘড়ি সেখানে হাজীর হন।নিজেদের জীবন উপেক্ষা করে তাঁরা সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গলের ডেরায় নেমে পড়েন।সেখানে প্রায় ২ কিলোমিটার পথ তাড়া করেন জলদস্যুদের।দীর্ঘক্ষণ চলে জলদস্যুদের সাথে লুকোচুরির খেলা।অবশেষে সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের সদস্যদের হাতে ধরা পড়ে যায় বাংলাদেশী জলদস্যরা। তাদের কাছে বৈধ কোন কাগজপত্র না থাকায় বেআইনি ভাবে ভারতীয় জলসীমা লঙ্ঘন করে প্রবেশ করায় তাদেরকে গ্রেফতার করেন সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ। পাশাপাশি জলদস্যুদের ব্যবহৃত একটি ট্রলার বাজেয়াপ্ত করেন। উল্লেখ্য বর্তমানে সুন্দরবনে প্রচুর পর্যটকদের আনাগোনা। ভিড় পর্যটকদের। সুযোগ বুঝে জলদস্যুরা অসামাজিক কাজ করার উদ্দেশ্য নিয়েই ভারতে প্রবেশ করেছিল।তবে সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের তীক্ষ্ণ নজরদারীর ফলে দস্যুবৃত্তি করার আগেই ধরা পড়ে যায় বাংলাদেশী জলদস্যুদের পুরো গ্যাং। ধৃতদের বৃহস্পতিবার আলিপুর আদালতে তোলা হয় সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের তরফে।উল্লেখ্য বিগত ৯ মাসের মধ্যে তিনবার সাফল্য পায় সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ। তবে বিগত পাঁচ বছরে এমন বড় সাফল্য আসেনি সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের। যা অত্যন্ত বিরল ঘটনা।

লালবাগে রোড ব্রিজের দাবিতে দেওয়াল লিখন শুরু করল কংগ্রেস

সারিউল ইসলাম ● লালবাগ

আপনজন: গত ৩০শে নভেম্বর লালবাগ সদরঘাটে ভয়াবহ দুর্ঘটনার সাক্ষী ছিলো গোটা রাজ্য। চার চাকার ছোট গাড়ি নৌকায় তুলতে গিয়ে জলের মধ্যে পড়ে যায় ওই গাড়িটি। গাড়ির ভেতরে থাকা ৬ জনের মধ্যে দুজনের মৃত্যু হয় জলে ডুবে। বাবা-মা হারা হয় এক বছরের এক শিশু। সেই দুর্ঘটনার পর নৌকায় করে গাড়ি পারাপার বন্ধ রয়েছে লালবাগ সদরঘাটে। লালবাগে রোড ব্রিজের দাবি উঠেছিলো বারংবার। দুর্ঘটনার পর থেকে রোড ব্রিজের দাবি আরো জোরদার হয়। এবারে রোড ব্রিজের দাবিতে পথে নামলো মুর্শিদাবাদে শহর কংগ্রেস। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ১৩৯ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে তারা রোড ব্রিজের দাবিতে দেওয়াল লিখন কর্মসূচি শুরু করলো। আগামী দিনেও রোড ব্রিজের দাবিতে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হবে বলে জানান শহর কংগ্রেসের সভাপতি অর্ণব রায়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

দুয়ারে শিবির শেষ হল হোড়খালিতে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সুতাহাটা

আপনজন: সুতাহাটা পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত হোড়খালী অঞ্চলে অষ্টম পর্যায়ের দুয়ারে সরকার শিবির কর্ম সূচি শেষ হল বৃহস্পতিবার। এই শিবিরে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য 'বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা প্রকল্প, লক্ষ্মীর ভান্ডার,স্বাস্থ্য সাথী,বয়স্ক ভাতা,খাদ্যসাথী প্রকল্পের আবেদন জমা পড়েছে।এর পাশা পাশি পাট্টা কৃষক বন্ধু,জমির নতুন রেকর্ড তৈরির জন্য আবেদন জমা পড়েছে। হোড়খালী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আঞ্জুমা বিবি বলেন ''শিবিরে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা প্রকল্পে ও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বেশি আবেদনপত্র জমা পড়েছে।'' শিবির পরিদর্শন আসেন সুতাহাটার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অশোক কুমার মিশ্র, কর্মাধ্যক্ষ খোকন রায় প্রামানিক, মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ ঝুমপা কালসা প্রমুখ।

মোবাইল নিয়ে দুই পরিবারের বচসা, জখম

মাফরুজা মোল্লা ● ক্যানিং

আপনজন: মোবাইল ফোন নিয়ে দুই পরিবারের বচসার জেরে গুরুতর জখম হলেন এক দম্পতি। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত মমতা পল্লি এলাকায়। জখম হয়েছেন পলাশ দাস ও অনিমা দাস। ঘটনার বিষয়ে ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন পলাশ দাস। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে বেশকিছুদিন আগে মমতা পল্লির বাসিন্দা পলাশ দাস তার এক প্রতিবেশীর মোবাইল ফোন হারিয়ে ফেলেন।পরে দাবী মতো মোবাইল ফোন কিনেও দেয় প্রতিবেশী কে।অভিযোগ মোবাইল ফোনের মধ্যে দশ হাজার টাকা ছিল,সেই টাকা দিতে হবে বলে দাবী করেন প্রতিবেশী।শুরু হয় বচসা। অভিযোগ বচসার সময় ওই দম্পতিকে বেধড়ক মারধর করা হয়। ঘটনায় গুরুতর জখম হয় দম্পতি। প্রতিবেশীরা তাদেরকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে।

মোবাইলে পর্নো দেখিয়ে শিশুকে যৌন নির্যাতন

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: মোবাইলে পর্নো দেখিয়ে শিশুকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ ওঠায় মারধোর করে প্রৌঢ়কে পুলিশে দিল এলাকাবাসী। ঘটনায় প্রকাশ, চুঁচুড়ার মিয়ারবেড় এলাকায় চার বছরের এক শিশু কন্যাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে যৌন নির্যাতন চালানোর অভিযোগে প্রৌঢ় গোপাল পাত্র (৫০) কে মারধোর করে এলাকাবাসী। পরে চুঁচুড়া থানার পুলিশ গিয়ে তাকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।শিশুর পরিবারের অভিযোগ মোবাইল ফোনে অশ্লীল ছবি দেখাত অভিযুক্ত। বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করত। এর আগেও এই ধরনের অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে। সকালে শিশুর মা পরিচারিকার কাজে চলে যান। বাবা আনাজ বিক্রি করেন। বাড়িতে কেউ না থাকায় প্রতিবেশি প্রৌঢ় শিশুকে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করেন।

প্রান্তিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও চড়ুইভাতি কুমারগঞ্জে

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: সীমান্তবর্তী প্রান্তিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও চুড়ুইভাতি'র আয়োজন। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) এর উপস্থিতিতে পড়ুয়াদের নিয়ে একটু অন্যরকম ভাবে দিনটি কাটালেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। জানাগিয়েছে, বৃহস্পতিবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) সানি মিশ্র কুমারগঞ্জ উওর চক্রের অন্তর্গত ফকিরগঞ্জ জুনিয়র বেসিক স্কুল পরিদর্শনে যান। সেখানে তিনি 'পড়ুয়া সপ্তাহ' সম্পর্কিত বিষয়ে বিদ্যালয়ের তরফে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ সহ পরিকাঠামোগত অন্যান্য নানা বিষয় খতিয়ে দেখেন। সবশেষে তিনি বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের পুরস্কৃত করেন ও পড়াশোনার ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। শুধু তাই নয় নতুন শিক্ষা বর্ষে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য পড়ুয়া ও তাদের অভিভাবকদের উৎসাহিত করেন। উল্লেখ্য, যে কোনও বিদ্যালয়ের

সাফল্যের মন্ত্রটি ভর্তি স্তর থেকে শুরু হয় যখন প্রতিটি শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হন। আর দিন কয়েক পরেই শুরু হতে চলেছে নতুন শিক্ষাবর্ষের ভর্তি করন ও পঠন-পাঠন কর্মসূচি। ঠিক তার পূর্ব মুহূর্তে পড়ুয়াদের মধ্যে উৎসাহ বাড়িয়ে তুলতে এদিন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী প্রান্তিক এই বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক। এবিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) সানি মিশ্র জানান, 'এটি একটি রুটিন পরিদর্শন ছিল। বিদ্যালয়ের তরফে চতুর্থ শ্রেণীর পড়ুয়াদের জন্য সমাবর্তনের আয়োজন করা হয়েছিল। খুব ভালো পরিবেশ ছিল সেখানে। প্রাক-প্রাথমিক থেকে শুরু করে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত সমস্ত ধরনের পড়ুয়ারা খুব সুন্দরভাবে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিল। সেখানে পড়ুয়াদের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটাতে পেরে আমারও ভালো লেগেছে। যে সমস্ত স্কুল ভালো কিছু করবার সদিচ্ছা দেখায়, আমরা সর্বদাই তাদের পাশে থাকি। এই বিদ্যালয় আগামী দিনে আরও এগিয়ে যাবে বলে আমি মনে করি।' এ বিষয়ে ফকিরগঞ্জ জুনিয়র বেসিক স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক দিব্যেন্দু সরকার বলেন, 'ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ দানের জন্য প্রতিবছরই আমরা এই ধরনের কর্মসূচি নিয়ে থাকি। আমাদের বিদ্যালয়ে বর্তমানে ১১০ জন পড়ুয়া রয়েছে। আজ জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শকের উপস্থিতিতে পড়ুয়াদের হাতে প্রগতি পত্র ও একটি করে চারা গাছ তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি প্রাক-প্রাথমিক থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি ক্লাসের প্রথম তিনজন খুদে পড়ুয়াদের পুরস্কৃত করা হয়। পাশাপাশি, বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও চুরুইভাতির আয়োজন করা হয়।' উল্লেখ্য, এদিন ফকিরগঞ্জ জুনিয়র বেসিক স্কুল পরিদর্শনের সময় সানি মিশ্র ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সদস্য শুকলাল হাঁসদা, কুমারগঞ্জ উত্তরচক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক দেবাশীষ তামাং, সমজিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ধনো রায়, উপপ্রধান মোকারাম হোসেন, বিশিষ্ট শিক্ষক তমাল কর সহ আরো অনেকে।

চাষিদের ক্ষতিপূরণ দাবি সারা ভারত কৃষক সভার

সেখ আব্দুল আজিম ● চণ্ডীতলা

আপনজন: সারা ভারত কৃষক সভা এবার কৃষকদের স্বার্থে সক্রিয় হল হুগলি জেলায়ও। চন্ডীতলা-১ব্লক কমিটির উদ্যোগে সাম্প্রতিক মিগজাইম অতিবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত ধান, আলু, সবজি চাষিদের ক্ষতিপূরণের জন্য চন্ডীতলা-১ব্লকের বি, ডি, ও, এবং ব্লক কৃষি আধিকারিকের নিকট এক ডেপুটেশন দেওয়া হয়। তার অবিলম্বে ক্ষতিপূরণের দাবি জানান। এই কর্মসূচিতে রঘুনাথ ঘোষ, অশোক নিয়োগী, সোমনাথ ঘোষ, সন্তোষ ঘোষ সহ একাধিক ব্লক ও অঞ্চল নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন।

পৌষমেলা মাদ্রাসার ঠেসে

তাপস রায় ● কলকাতা

আপনজন: এ যেন এক টুকরো পৌষ মেলার আনন্দ ছবি তুলে দিতে বদ্ধ পরিকর নলেজ সিটি পৌষ মেলার উদ্যোক্তারা । এরকম এক প্রস্তুতি বা প্রেস সম্মেলন দেখা গেল ২৬সে ডিসেম্বর কলকাতা প্রেস ক্লাবে। অমতলার সন্নিকটে মাদ্রাসার ঠেসের নলেজ সিটি র চেয়ারম্যান আবদুর রব ও এদিন মঞ্চে উপস্থিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপস্থিত বিশিষ্ট সকল কে আসন্ন এই মেলা নিয়ে নানাবিধ তথ্য উপস্থাপন করতে দেখা যায়। জানা যায় নলেজ সিটির প্রাঙ্গনে শান্তিনিকেতনের আদলে প্রকৃতির কোলে আয়োজিত হবে পৌষ মেলা ২০২৪। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠনের পাশাপাশি এই মেলা সেজে উঠবে বৈচিত্রময় খাবার ও পোশাকের পসরা নিয়ে। যা আরো সমৃদ্ধ হয়ে

উঠবে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ পবিত্র সরকার,সংগীত শিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায় ,অভিনেতা অশোক মুখার্জি,ডাঃ বাসুদেব মুখার্জি ও শিল্পী সোনালী কাজী সহ বিশিষ্ট গুনিজনেরা। শুধু সোনাঝুড়ি নামাঙ্কিত নয় শান্তিনিকেতনের এক টুকরো আবহ নিয়ে এই সোনা ঝুড়ি মঞ্চেই কাজী নজরুল ইসলামের স্মরণে উপস্থাপন হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে বলে জানান এই পৌষ মেলা কমিটির প্রধান ও নলেজ সিটির কর্ণধার আবদুর রব।

মেসি-এমবাপ্পেকে হারিয়ে বর্ষসেরা হালান্দ

আপনজন ডেস্ক: কাতারে আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ জেতান লিওনেল মেসি। সে সুবাদে ফুটবলের পরিসংখ্যানবিষয়ক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ফুটবল হিস্ট্রি অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকসের (আইএফএফএইচএস) ২০২২ সালের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন আর্জেন্টিনা অধিনায়ক।
জেতেন সেরা গ্লেমেকার এবং সেরা আন্তর্জাতিক গোলদাতার পুরস্কারও। তবে ২০২৩ সালে সেরার মুকুট ধরে রাখতে পারেননি মেসি। বর্ষসেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন ম্যানচেস্টার সিটির নরওয়েজিয়ান স্ট্রাইকার আর্লিং ব্রট হালান্দ। তৃতীয় হন মেসি। আর দ্বিতীয় পিএসজির ফরাসি ফরোয়ার্ড কিলিয়ান এমবাপ্পে।
২০২২-২৩ মৌসুমের শুরুতে বরুশিয়া ডর্টমুন্ড থেকে ম্যানচেস্টার সিটিতে যোগ দেন আর্লিং ব্রট হালান্দ। প্রিমিয়ার লীগের দলটিতে গিয়ে তা-ব চালাতে থাকেন নরওয়েজিয়ান স্ট্রাইকার। ২০২৩ সালের উয়েফার বর্ষসেরা খেতাব জেতা হালান্দ চলতি বছর এখন পর্যন্ত ৬০ ম্যাচে করেছেন ৫০ গোল। ১৯৮৮ সাল থেকে বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার দিয়ে আসছে আইএফএফএইচএস।
প্রথম নরওয়েজিয়ান এবং ম্যানচেস্টার সিটির খেলোয়াড় হিসেবে এই স্বীকৃতি পেলেন হালান্দ। বর্ষসেরার লড়াইয়ে ২০৮ পয়েন্ট পেয়েছেন তিনি। দ্বিতীয় হওয়া এমবাপ্পে পান ১০৫ ভোট। আর মেসি পেয়েছেন মাত্র ৮৫ ভোট। ২০২৩ সালে সৌদি প্রো লীগের দল আল নাসর এবং পর্তুগালের হয়ে সর্বোচ্চ ৫৩ গোল করা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো নেই আইএফএফএইচএসের বর্ষসেরা ফুটবলারের সেরা দশেও।
বর্ষসেরা গোলরক্ষকের দৌড়ে সিটিজেন ব্রাজিলিয়ান কিপার এদেরসনের কাছে হেরেছে আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ জেতানো এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। সেরার মুকুট জয়ের লড়াইয়ে ১৪৫ পয়েন্ট পেয়েছেন এদেরসন। মার্টিনেজ ভোট পেয়েছেন ৭৬টি। রিয়াল মাদ্রিদের বেলজিক গোলরক্ষক থিবো কোর্তোয়া হয়েছেন তৃতীয়। চোটের কারণে দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে থাকা এই কিপার গতবারের সেরা ছিলেন। দ্বিতীয় ব্রাজিলিয়ান হিসেবে আইএফএফএইচএসের বর্ষসেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার জিতলেন এদেরসন। ২০১৯ সালে প্রথম ব্রাজিলিয়ান হিসেবে এই স্বীকৃতি পান লিভারপুলের আলিসন বেকার।

সেঞ্চুরিয়নে তিনদিনের মধ্যেই ভারতকে ইনিংসে হারাল দক্ষিণ আফ্রিকা

আপনজন ডেস্ক: মার্কো ইয়ানসেনকে ডাউন দ্য গ্রাউন্ডে এসে তুলে মারতে গেলেন বিরাট কোহলি। হয়তো চারই পেয়ে যেতেন, কিন্তু কাগিসো রাবাদা লং অন থেকে বাঁদিকে ছুটে ডাইভ দিয়ে নিলেন দুর্দান্ত এক ক্যাচ। ভারত হারাল সর্বশেষ উইকেট। কোহলির ৭৬ রানের লড়াকু ইনিংসও আটকাতে পারল না ইনিংস পরাজয়! সেঞ্চুরিয়নে বৃষ্টিবিঘ্নিত টেস্টে তিন দিনের মধ্যেই ভারতকে ইনিংস ও ৩২ রানে হারিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা আরেকবার জানাল, দেশের মাটির দুর্গ অটল রাখছে তারা! দুই টেস্টের সিরিজ বলে ভারতের আর জেতার সুযোগ নেই, ফলে দক্ষিণ আফ্রিকায় তাদের সিরিজ জয়ের অপেক্ষা বাড়ল আরও।
দ্বিতীয় দিন ১৪০ রানে অপরাজিত ডিন এলগার থামেন দ্বিশতক থেকে ১৫ রান দূরেই। কিন্তু মার্কো ইয়ানসেনের অপরাজিত ৮৪ রান, এলগারের সঙ্গে ১১১ তাঁর রানের জুটিতে প্রথম ইনিংসে ১৬৩ রানের লিড নেয় দক্ষিণ আফ্রিকা। সেটিও চোটের কারণে বাইরে থাকা টেম্বা বাভুমাকে ছাড়াই। সেঞ্চুরিয়নের এ উইকেটে যা অনেক। শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হলো সেটিই।
বড় লিডের বোঝা মাথায় নিয়ে প্রথম বলেই ক্যাচ দিয়েছিলেন যশস্বী জয়সোয়াল, যদিও সেটি ফেলেন এইডেন মার্করাম। দক্ষিণ আফ্রিকা ক্যাচ ফেলেছে এরপরও। কিন্তু সেসবও পার্থক্য গড়তে পারেনি কোনো। কাগিসো রাবাদার পর ইয়ানসেন, শেষে গিয়ে নান্দ্রে বার্গারের তোপ সামলাতে পারেননি ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা। ১৩ রানের মধ্যেই ফেরেন দুই উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান রোহিত শর্মা ও জয়সোয়াল। তৃতীয় উইকেটে ৩৯ রান তোলেন কোহলি ও শুবমান গিল, ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে সেটিই হয়ে থেকেছে সর্বোচ্চ। চা-বিরতির আগেই ফেরেন গিলও। শেষ সেশনে গিয়ে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে ভারতের ব্যাটিং লাইনআপ। এক সময় ৯৬ রানে ৪ উইকেট ছিল তাদের, সেখান থেকে ১৩১ রানেই গুটিয়ে গেছে তারা। একপাশে কোহলি দাঁড়িয়ে ছিলেন, ইতিবাচকও ছিলেন। কিন্তু তাঁর হতাশা বাড়িয়ে একের পর এক ফিরে গেছেন সঙ্গীরা। ২৬তম ওভারে লোকেশ রাহুল ও রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে পরপর ২ বলে ফিরিয়ে হ্যাটট্রিকের সামনেও দাঁড়িয়ে যান অভিষিক্ত বার্গার। শেষ পর্যন্ত সেটি পাননি, ৫ উইকেটও পাননি। তবে যা পাওয়ার, সেটি ঠিকই পেয়ে গেছে তাঁর দল। ম্যাচ শেষে নিজের হতাশা লুকাননি ভারত অধিনায়ক রোহিত, 'টেস্ট জয়ের জন্য যে সমন্বিত পারফরম্যান্স দরকার, সেটি ছিল না আমাদের। দুবারই ভালো ব্যাটিং করিনি, এ কারণেই এখানে দাঁড়িয়ে আমরা।' আর ম্যাচসেরা ডিন এলগার বলেছেন, 'বিশেষ কিছু। এখন হাসি আর উপভোগ করার সময়।' ক্যারিয়ারের শেষ সিরিজ খেলতে নামা এলগারের জন্য এ জয় তো বিশেষ কিছু হবেই।

ভারত-অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ ফাইনাল ক্রিকেট ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি দেখা ম্যাচ

আপনজন ডেস্ক: গত ১৯ নভেম্বর আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে প্রায় ১ লাখ দর্শককে স্তব্ধ করে ভারতকে হারিয়ে বিশ্বকাপ জিতে নেয় অস্ট্রেলিয়া। ১৩তম বিশ্বকাপ আসরের এই ফাইনালই ক্রিকেট ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি দেখা ম্যাচের রেকর্ড গড়েছে। গতকাল নিজেদের ওয়েবসাইটে এই তথ্য জানায় ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি।
টিভি ও অন্যান্য সম্প্রচার মাধ্যমে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখা হয়েছে ৮ হাজার ৭৬০ কোটি মিনিট। টুর্নামেন্টের মূল সম্প্রচার অংশীদার ডিজনি স্টারের স্ট্রিমিংয়েও ম্যাচটি সর্বোচ্চ দর্শকের রেকর্ড গড়েছে। সেখানে একসঙ্গে খেলাটিতে চোখ রেখেছেন ৫ কোটি ৯০ লাখ দর্শক। সব মাধ্যম মিলিয়ে পুরো বিশ্বকাপ প্রথমবার ১ লাখ কোটি মিনিট দেখার মাইলফলক ছুঁয়েছে। এর মধ্যে শুধু ডিজনি স্টারেই টুর্নামেন্ট দেখা হয়েছে ৪২ হাজার ২০০ কোটি মিনিট।
২০১৯ বিশ্বকাপের তুলনায় ২০২৩ বিশ্বকাপ ১৭ শতাংশ বেশি দেখা

হয়েছে, যা ২০১১ আসরের চেয়ে ৩৮ শতাংশ বেশি। শুধু ফাইনালের হিসাব করলে ২০১১-এর চেয়ে ৪৬ শতাংশ বেশি দেখা হয়েছে এবারেরটি। এক যুগ আগের ফাইনালের সঙ্গে তুলনা টানার কারণ সেবারই শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছিল ভারতে। মুম্বাইয়ের সেই ফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে ৬ উইকেটে হারিয়ে ২৮ বছর পর ওয়ানডে বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। এবারের ফাইনালের আগে ২০১১ ফাইনালই ক্রিকেট ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি দেখা শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ ছিল।
সম্প্রচারমাধ্যমে দর্শকসংখ্যার রেকর্ড গড়ার ক্ষেত্রে নারীরাও বড় ভূমিকা রেখেছেন। ২০১১ সালে মোট দর্শকের ৩২ শতাংশ ছিলেন নারী। এবার সেটা বেড়ে হয়েছে ৩৪ শতাংশ। ভারতের বাইরেও টিভি দর্শকসংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। যুক্তরাজ্য থেকে ৫৮৬ কোটি মিনিট সরাসরি বিশ্বকাপ দেখা হয়েছে, অস্ট্রেলিয়া থেকে ২৭৯ কোটি মিনিট। পাকিস্তানের মানুষও বিশ্বকাপ দেখায় রেকর্ড গড়েছে। দেশটি থেকে ২৩ হাজার ৭২০ কোটি মিনিট বিশ্বকাপ দেখা হয়েছে।
আর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিরাট কোহলির ৫০তম ওয়ানডে শতকের মুহূর্ত দেখা হয়েছে সবচেয়ে বেশি ৭ কোটি ৮০ লাখ বার। এরপরই আছে লিগ পর্বে আফগানিস্তান-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে ব্যথায় কাতর গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের উঠে দাঁড়ানোর মুহূর্তটি। সেদিন ২০১ রানের অতিমানবীয় ইনিংস খেলার পথে পায়ের মাংসপেশিতে টান লেগে ক্রিজে লুটিয়ে পড়েছিলেন ম্যাক্সওয়েল। কিন্তু ইস্পাত দৃঢ় মানসিকতার এই অলরাউন্ডার ব্যথা নিয়েই উঠে দাঁড়ান। মুহূর্তটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেখা হয়েছে ৫ কোটি বার। শচীন টেন্ডুলকারের সঙ্গে কোহলির আলিঙ্গনের মুহূর্ত ইনস্টাগ্রামে দেখা হয়েছে ৪ কোটি বার।

ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় গোল্ড মেডেল

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া
আপনজন ডেস্ক: সম্প্রতি অন্ধ্রপ্রদেশের ভাইজ্যাকে আয়োজিত জাতীয় ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল ১৮টি রাজ্যের প্রতিযোগিরা। সেখানে হাওড়া জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে যাওয়া সেনসি অরুপ ঘোষ এবং সেনসি সন্তু দাস-এর তত্বধানে মোট ১৭জন প্রতিযোগীর মধ্যে ১৮টি মেডেল দখল করে হাওড়ার ছেলেরা।সেনসি সন্তু দাস বলেন,দুটি বিভাগের প্রতিযোগিতায় আমাদের ছেলে-মেয়েরা মোট সোনা ৬টি রুপো ৭টিএবং ব্রোঞ্জ ৫টিতে জয় করেছে।

সিঙ্গুর বাসুবাটি মাজিদিয়া একাডেমি কলেজে বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। তার পূর্বে ইন্ডিয়ান এবং মজিদিয়ার পতাকা তোলেন সম্পাদক পীরজাদা সৈয়দ তাফহীমুল ইসলাম সারা বাংলা আহলে সুন্নাত হানাফি জামাতের।

নাপোলি থেকে মিডফিল্ডার অ্যালমাসকে দলে নিল লিপজিগ

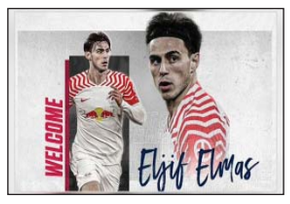

আপনজন ডেস্ক: মিডফিল্ডার অ্যালিফ অ্যালমাসকে ইতালিয়ান চ্যাম্পিয়ন নাপোলি থেকে দলে ভেড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে জার্মান বুন্দেসলিগা ক্লাব লিপজিগ।
আইকনিক মিডফিল্ডার অ্যামিল ফোর্সবার্গের সাথে সম্পর্কের অবসান হলে ২৪ বছর বয়সী অ্যালমাসকে নেবার সিদ্ধান্ত নেয় লিপজিগ। ২০১৫ সালে লিপজিগে যোগ দেয়া ফোর্সবার্গ বুন্দেসলিগায় ক্লাবকে উন্নীত করার ক্ষেত্রে অনবদ্য ভূমিকা রেখেছেন। গত সপ্তাহে জার্মান ক্লাব ছেড়ে তিনি নিউ ইয়র্ক রেড বুলসে যোগ দিয়েছেন।
এই মুহূর্তে বুন্দেসলিগা টেবিলের চতুর্থ স্থানে থাকা লিপজিগ জানিয়েছেন, আগামী ২ জানুয়ারি অ্যালমাস ক্লাবের যোগ দিতে যাচ্ছেন। জার্মান গণমাধ্যমের দাবি ২৩ মিলিয়ন ইউরোতে অ্যালমাস দলবদল করেছেন।
ক্লাবের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, '৪ বছরের চুক্তিতে তিনি নাপোলি থেকে যোগ দিয়েছেন। ২০২৮ সাল পর্যন্ত তার সাথে চুক্তি করেছে লিপজিগ।'
নর্থ মেসিডোনিয়ার অ্যালমাস ২০১৯ সালে ফেনারবাচ থেকে নাপোলিতে যোগ দিয়েছিলেন। সিরি-এ জায়ান্টদের হয়ে তিনি ১৪৩ ম্যাচ খেলেছেন, গত মৌসুমে লিগ শিরোপা জয় করেছেন।'
এ দিকে, এক বিবৃতিতে এলমাস বলেন, 'লিপজিগের হয়ে বুন্দেসলিগায় খেলার স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত সত্যি হতে যাচ্ছে।'

বর্ষসেরায় ভারতীয়দের ছড়াছড়ি, চটেছেন শাস্ত্রী-ফিল্যান্ডার

আপনজন ডেস্ক: আর মাত্র ৩ দিন। এরপর শেষ হবে ঘটনাবহুল ২০২৩ সাল। ক্রিকেটে এ বছর বেশ ব্যস্ত সূচি ছিল। ক্রিকেটের মেগা আসর ওয়ানডে বিশ্বকাপও হয়েছে এ বছর।
সব হিসেব করে ভারতের খেলা সম্প্রচার চ্যানেল তাদের বর্ষসেরা ওয়ানডে দল প্রস্তুত করেছে। যেখানে ছড়াছড়ি ভারতীয়দের। ১১ জনের তালিকায় নাম আছে ৮ ভারতীয় ক্রিকেটারের। এটা দেখে বিস্ময় প্রকাশের সঙ্গে চোটেছেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার ও কোচ রবি শাস্ত্রী।
শাস্ত্রী বলেন, 'এটা একটা কৌতুক। রশিদ খান কি খেলছে? আমি মনে করি সেখানে কেবল মাত্র ভারতীয়রা ভোট দিয়েছেন, আর কেউ নয়। মিচেল মার্শ, রশিদ খান, কুইন্টন ডি কক। বিশ্বকাপজয়ী দলের একজন খেলোয়াড় অ্যাডাম জাম্পা? রশিদ আশেপাশের অন্যতম সেরা।
তার পক্ষে সেখানে জায়গা না

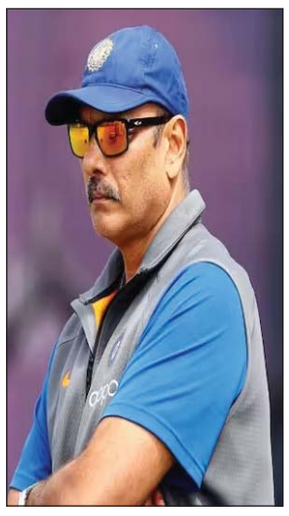

পাওয়া অবিশ্বাস্য। জাদেজা সেরা অলরাউন্ডার। ও আর রশিদ বিশ্বের সব জায়গায় আদর্শ কম্বিনেশন হতে পারত।'
ভক্তদের ভোটের মাধ্যমে এই দল নির্বাচন করা হয়েছে। কিন্তু ভোটার সংখ্যা স্পষ্টভাবেই উল্লেখযোগ্য পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করে।
কারণ, অংশ নেওয়া ৭০ শতাংশ ভোটার ভারতীয়, যা স্পষ্টতই চূড়ান্ত ফলাফলকে প্রভাবিত করে। এতে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন ভার্নন ফিল্যান্ডার এবং মার্ক নিকোলাসের মতো ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা।
দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক পেসার ফিল্যান্ডার বলেন, 'আমি যদি কুইন্টন ডি কক হই, তাহলে আমি খুব হতাশ হব। ওয়ানডে ক্রিকেটে তার শেষ বছর এবং সে যেভাবে করেছে সেভাবেই খেলেছে। সে অবিশ্বাস্য একজন খেলোয়াড়।
আমি বুঝতে পারি যে এই সমস্ত ছেলেরা নির্বাচনের যোগ্য। কোহলি স্থিতিশীলতা নিয়ে আসে। কিন্তু আমার জন্য, সম্ভবত একজন এইডেন মার্করাম, ডেভিড মিলার আরেক নাম। গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, আপনি কীভাবে তাকে বাদ দিতে পারেন? অস্ট্রেলিয়াকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছেন তিনি।'

ঋষভের সঙ্গে জালিয়াতি করা ক্রিকেটার গ্রেপ্তার

আপনজন ডেস্ক: অবশেষে আটক হয়েছেন মৃণাঙ্ক সিং। ভারতের উইকেটরক্ষক-ব্যাটার ঋষভ পন্তের সঙ্গে জালিয়াতি, বিভিন্ন বিলাসবহুল হোটেলে থেকে সেখানকার বিল না দেওয়াসহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। এ জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে দিল্লি পুলিশ। তিনি ঋষভকে বলেছিলেন, তিনি দামি ঘড়ি ও গয়না বেচাকেনা করেন। তাঁকে বিশ্বাস করে ঋষভ নিজের একটি ঘড়ি বিক্রি করে দেন। ঋষভকে ঘড়ির মূল্য বাবদ ১.৬ কোটি টাকার চেক দিয়েছিলেন তিনি। তবে সেই অ্যাকাউন্টে টাকা না থাকায় প্রতারণার শিকার হন ঋষভ। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, ২৫ বছর বয়সী এই তরুণ নিজেকে আইপিএল খেলা সাবেক ক্রিকেটার দাবি করে বিলাসবহুল জীবন যাপন করতেন। নামিদামি হোটেলে থেকে মডেলদের সঙ্গে পার্টি করতেন এবং সেই ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যেম শেয়ার করে অন্যদের আকৃষ্ট করতেন। বান্ধবীদের নিয়ে বিদেশ ভ্রমণও ছিল নিয়মিত। সেভাবেই দিল্লি থেকে হংকংয়ের বিমান ধরার সময় তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। দিল্লি পুলিশের অতিরিক্ত ডিসিপি রবিকান্ত কুমার বলেছেন, '২০২২ সালে তাজ প্যালেস হোটেলে গিয়ে মৃণাঙ্ক বলেছিল ও একজন নামি ক্রিকেটার এবং আইপিএল খেলেছে। সেখানে এক সপ্তাহ থেকেছিল এবং ৫.৬ লক্ষ টাকার বিল হয়েছিল। হোটেল ছাড়ার সময় জানিয়েছিল, ওর স্পন্সর আমেরিকার একটি সংস্থা, তারা বিল মিটিয়ে দেবে।

শুরু হয়ে গেল জমজমাট সামসেরগঞ্জ কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ
আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জের পুঠিমারি ফিডার ক্যানেল ময়দানে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়ে গেল জমজমাট সামসেরগঞ্জ কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। বৃহস্পতিবার হাজার হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে জমজমাট আবহে শুরু হয় সপ্তম বর্ষের এই ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। এদিন দুপুরে খেলার মাঠে অভিনব উদ্যোগ নিয়ে সম্প্রীতির বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি সবুজ সাথী থেকে কন্যাশ্রী বিভিন্ন প্রকল্পের উদাহরন সামনের সারিতে নিয়ে মাঠ পরিক্রমা শুরু হয়। তারপরেই পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সঙ্গীত, মশাল দৌড় এবং ফিতা কেটে ও পায়রা - বেলুন উড়িয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু হয় খেলা।উদ্বোধনী পর্বে ফিডার ক্যানেল মাঠে উপস্থিত ছিলেন খেলার পৃষ্ঠপোষক তথা সামসেরগঞ্জ বিধানসভার বিধায়ক আমিরুল ইসলাম, ফরাক্কার এসডিপিও রাসপ্রিত সিং, সামশেরগঞ্জের বিডিও সুজিত চন্দ্র লোধ, ওসি অভিজিৎ সরকার, ধুলিয়ান পৌরসভার চেয়ারম্যান ইনজামামূল ইসলাম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী জইদুর রহমান, রামকৃষ্ণ সিং, নুর আলম সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা। প্রথমদিন বীরভূম ও বহরমপুর টিমের মধ্যে খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই খেলায় প্লেয়ার পরিচিতির পরেই টস হয়। টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নামে বীরভূম। ২০ ওভারে দশ উইকেট হারিয়ে ৭৯ রান তুলে। পরে বহরমপুর খেলতে নেমে পাঁচ উইকেট হাতে রেখে বীরভূমকে হারিয়ে জয়লাভ করে বহরমপুর টিম। এদিন খেলা দেখতে ভিড় জমান হাজারও দর্শক। এদিকে জমজমাট খেলায় বহরমপুর টিম জয়ে হতেই কার্যত উচ্ছাসে ভেসে উঠেন সমর্থকরা। কার্যত টানটান উত্তেজনার আবহের মধ্যেই খেলা সম্পন্ন হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে, অন্যান্য বছরের মতো এবছরও বৃহস্পতিবার ২৮ ডিসেম্বর থেকে বিধায়ক আমিরুল ইসলামের উদ্যোগে শুরু হয়েছে সামশেরগঞ্জ কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আগামী ৭ ই জানুয়ারি ফাইনাল খেলার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হবে সামসেরগঞ্জ কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট।

দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হল জেলা মাদ্রাসা গেমস এন্ড স্পোর্টস

মহম্মদ ইমরান ● মেদিনীপুর
আপনজন: মহাসমারোহে আয়োজিত হল 14 তম পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা মাদ্রাসা গেমস এন্ড স্পোর্টস প্রতিযোগিতা। জেলার হাইমাদ্রাসা ও সিনিয়র মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এই বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। দোগাছিয়া যুব সংঘের ফুটবল মাঠে বসে এই প্রতিযোগিতার আসর। 'খেলাধুলা করে যে সুষ্ঠ সমাজ গড়ে সে' এই থিম সামনে রেখে আয়োজিত হয় পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা মাদ্রাসা গেমস এন্ড স্পোর্টস প্রতিযোগিতা। বুধবার সকালে জাতীয় পতাকা ও মাদ্রাসার পতাকা উত্তোলনের পর শুরু হয় এই প্রতিযোগিতা। উপস্থিত ছিলেন কেশপুরের বিডিও কৌশিশ রায়, জেলা পরিদর্শক স্বপন সামন্ত, সহকারী পরিদর্শক(মাধ্যমিক) অজয় কুমার মহাপাত্র, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চিত্তরঞ্জন গড়াই, জয়েন্ট বিডিও সৌমিক সিংহ, যুব আধিকারিক পূর্ণেন্দু ঘোষ, বিডিএমও কৌশিক অধিকারী, কর্মাধ্যক্ষ জাহাঙ্গীর খান , অঞ্চল প্রধান সেখ জসীমউদ্দীন প্রমুখ। দুদিনের প্রতিযোগিতায় ৩৭টি মাদ্রাসা থেকে ৮২০জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিলো। প্রথম দিনে একক খেলা ৬৪টি ও দ্বিতীয় দিনে দলগত খেলায় ২২টি ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় প্রতিযোগীকে পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক বিশ্ব রঞ্জন মুখার্জি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা স্পোর্টস এন্ড গেমস কমিটির সদস্য কাজী আজিবুর রহমান শেখ মোস্তাক হাবিব, মিরাতুন নাহার, দোগাছিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক শেখ মহম্মদ মজিবুর রহমান, স্থানীয় ক্লাবের সভাপতি আপন মল্লিক প্রমুখ।

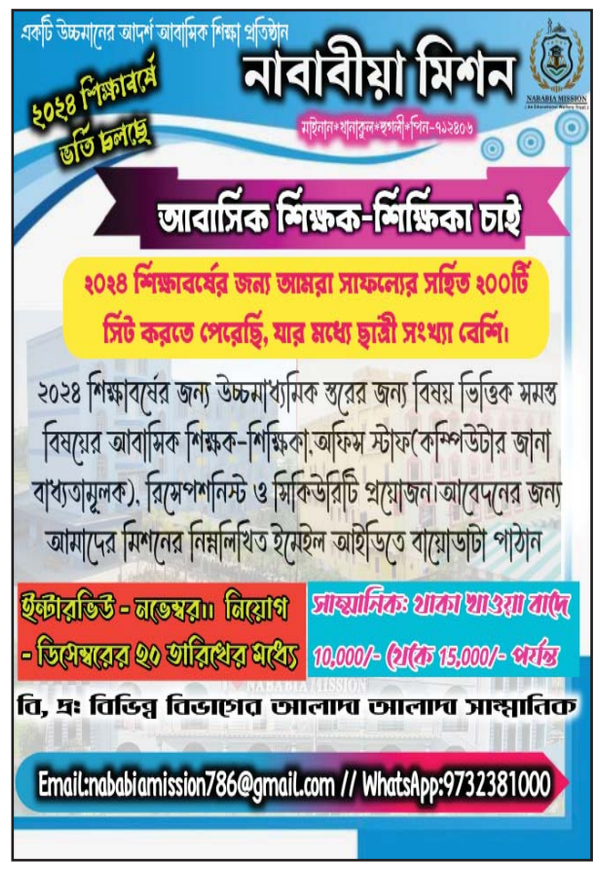

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদকীয় দফতর: আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**